পেজ ৮.....

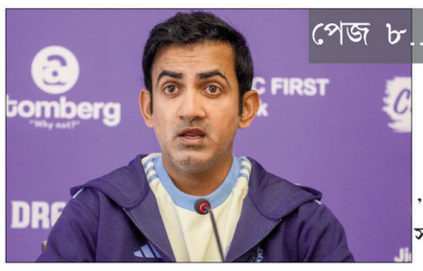

'ক্রিকেট কারও বাপের সম্পত্তি নয়': গম্ভীর

জনমত

পেজ ৭ .....

রাফালে, সুখোইয়ের দামে তৈরি হতে পারে AIIMS

www.jazzbaat24bangla.com. প্রথম বর্ষ । সংখ্যা ১০ । পৃষ্ঠা ৮ বুধবার ৭ মে ২০২৫ । ২২ বৈশাখ ১৪৩২

১৯৭১ সালের পর এই প্রথম

আজ দেশজুড়ে অসামরিক নিরাপত্তা মহড়া

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার গোটা দেশজুড়ে সিভিল ডিফেন্স নিরাপত্তা মহড়া হতে চলেছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই প্রথম দেশজুড়ে হতে চলেছে এমন অসামরিক মহড়া। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক উত্তেজনার কথা নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা না হলেও পহেলগাঁও হামলার পর, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির মাঝেই ফের দেশজুড়ে হচ্ছে এমন অসামরিক মহড়া। দেশের ২৭টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই মহড়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৩১টি জায়গাও। মহড়ায় থাকছে ব্ল্যাকআউট, নির্দিষ্ট স্থান খালি করা, হটলাইন যোগাযোগ ইত্যাদির পরীক্ষা। নকল মহড়ার সময় বাজবে বিমান হামলার সতর্কতামূলক সাইরেন।হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হলে কী করণীয়, কীভাবে উদ্ধারকার্য চালানো হবে জরুরি পরিস্থিতিতে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেসব বিষয়েও। এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করবেন জেলাশাসক-সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক, সাধারণ শিক্ষার্থী-সহ অনেকেই। দেশজুড়ে সিভিল ডিফেন্স নিরাপত্তা মহড়ার অংশ হিসেবে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বিমান হামলার সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই বিষয়ে এই নির্দেশিকায় বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, বুধবার অনুষ্ঠিত হতে চলা মহড়ায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কোন কোন বিষয়ের ওপর। এর মধ্যে রয়েছে - ১। সতর্কতামূলক সাইরেন ব্যবস্থা:বিমান হামলার আশঙ্কা তৈরি হলে দ্রুত যাতে সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হবে। জেলা প্রশাসনকে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে।২। 'ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট' অনুশীলন:রাতের আকাশে শত্রু যুদ্ধবিমানের গতিবিধি ধরা পড়লে, যাতে তৎক্ষণাৎ সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলা যায় এবং শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা যায়, সেই প্রস্তুতি নিয়ে 'ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট'-এর মহড়া চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলো নিভিয়ে শত্রু বিমানের নিশানা ভ্রান্ত করার এই পদ্ধতি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ও ব্যবহার হয়েছিল।এই মহড়ার লক্ষ্য, নাগরিক সুরক্ষার জন্য সকল স্তরের প্রশাসনিক, স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তা সংস্থাকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির অনুকরণে বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দেওয়া। কোন কোন জেলায় হবে এই মহড়া? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, দেশের ২৪৪টি সিভিল ডিফেন্স জেলা জুড়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এই মহড়া গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত হবে।এই মহড়ার মূল লক্ষ্য হল সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থার প্রস্তুতি যাচাই ও উন্নয়ন। কারা অংশ নেবেন ? ১।জেলা কন্ট্রোলার ও বিভিন্ন জেলা প্রশাসনিক আধিকারিক.২।সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডেন ও স্বেচ্ছাসেবকরা৩।হোম গার্ড (সক্রিয় ও রিজার্ভ).৪। এনসিসি,এনএসএস,এনওয়াইকে-এস সদস্যরা৫। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা৬। সাধারণ নাগরিকরাও অংশ নিতে পারবেনমহড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? ১. এয়ার রেড সতর্কতা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর তা যাচাই২. শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য বিমান হামলার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তার প্রস্তুতি৩. হটলাইন ও রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা৪. কন্ট্রোল রুম ও শ্যাডো কন্ট্রোল রুম এর কার্যকারিতা পরীক্ষা৫. ব্ল্যাকআউট প্রশিক্ষণ: হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ রেখে কীভাবে কাজ চলবে তার প্রস্তুতি৬. জরুরী ক্ষেত্রগুলিকে লুকিয়ে রাখা। যেমন – বিমানঘাঁটি, রিফাইনারি, রেল ইয়ার্ড৭. রেসকিউ ও দমকল বাহিনীর প্রস্তুতি যাচাই৮. আবাসিক এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো ৯. প্রথমিক চিকিৎসা, অগ্নিনির্বাপন ও আশ্রয় প্রশিক্ষণ সাধারণ মানুষকে দেওয়াসম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় নির্মমভাবে ২৫ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় মানুষকে হত্যা করে হয়।ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "এই হামলার ষড়যন্ত্রকারীরা এমন শাস্তি পাবে, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।" এই হামলার তদন্তে পাকিস্তানি মদতের প্রমাণ মিলেছে। এর জেরে কূটনৈতিক পদক্ষেপে ইন্দাস জলচুক্তি স্থগিত করা হয়েছে।প্রায় প্রতিদিনই চলছে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক।প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানরা পরপর বৈঠকে বসেছেন। শীঘ্রই ভারত এই জঙ্গি হানার পাল্টা এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি গুরুত্ব ১৭ জেলার ৩১ এলাকা অতি স্পর্শকাতর

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর জেলা সহ মোট ১৭ টি জেলার ৩১ টি এলাকাকে অতি বা বিশেষ স্পর্শকাতর ঘোষণা করে যুদ্ধের মহড়া বা মক ড্রিল করতে নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। ভৌগলিক অবস্থানের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যজুড়ে আগামিকাল থেকে যুদ্ধের মহড়া বা মক ড্রিল হবে। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় স্যাটেলাইট ফোন, সাইরেন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রি কি পরিমানে মজুত রয়েছে তারও খতিয়ান রাজ্যের থেকে নেয় কেন্দ্র। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে ১৫ থেকে ১৬ টি সাইরেন পয়েন্ট করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জেলার কন্ট্রোল রুমগুলোকে সক্রিয় থাকতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন ও কেন্দ্রীয় সিভিল ডিফেন্সের ডিজির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে নবান্ন থেকে যোগ দেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। বৈঠকে ছিলেন অন্যান্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকরা। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সিভিল ডিফেন্সের সচিব রাজেশ সিনহা এবং ডিজি সিভিল ডিফেন্স জগমোহন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। রাজ্য কতটা প্রস্তুত তা নিয়েই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলার সাইরেন পয়েন্ট প্রস্তুত রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে নবান্নের রাজ্যের মুখ্য প্রশাসনিক ভবন নবান্নের অত্যাধুনিক সক্রিয় করে রাখা হয় অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুমকে সক্রিয় করে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার কন্ট্রোল রুমগুলোকেও সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট ফোন সক্রিয়ভাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করা কাজ করানো হচ্ছে। বৈঠকের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মক ড্রিলের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সব জেলাকে এবং এই মক ড্রিল নিয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে করিডোর বানিয়ে ভারতে পাক আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে সেকারণে পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত সরকার। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অন্যতম মাথা ব্যাথার কারণ নেপাল ও ভুটান সীমান্তের পাশাপাশি চীনা সেনার রেডার এর মধ্যেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সব মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থানিক গুরুত্বকেই বাড়তি নজর দিচ্ছে কেন্দ্র। আগামীকাল থেকে যে মক ড্রিল শুরু হচ্ছে সেখানে নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত সবাইকেই অংশ নিতে হবে যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া যায় বলেও নির্দেশ কেন্দ্রের।

৪৮ ঘণ্টায় মোদীর সঙ্গে ২ বার বৈঠক ডোভালের

ভারতের জবাব কী শুধু সময়ের অপেক্ষা? ভারত পাক চরম উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফের বৈঠক করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।গত ৪৮ ঘণ্টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এই নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক করলেন তিনি। ইতিমধ্যেই গোটা দেশ জুড়ে সিভিল ডিফেন্স নিরাপত্তা মহড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের মোদী-ডোভালের বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০১৯-র পুলওয়ামার পর দেশে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন সাধারণ মানুষ। ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ পর্যটক।প্রথমেই এই হামলার দায় স্বীকার করে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট, যা পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা'র একটি শাখা। ভারত দাবি করেছে, এই হামলার পিছনে রয়েছে পাকিস্তানের গভীর রাষ্ট্রযন্ত্র, যা বহুবার জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত।

পাকিস্তান অবশ্য তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি তুলেছে। তবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের যুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।বরং পরিষদ পাকিস্তানকেই প্রশ্ন করে, কেন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের টার্গেট করা হল।ইতিমধ্যেই এই হামলার জবাবে ভারত বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।গত কয়েক দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন।সূত্রের খবর, লস্কর-ই-তৈবা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি জোরদার করা হচ্ছে।ভারত যেকোনও সময়ে হামলা চালাতে পারে এমন আতঙ্ক তারা করে বেড়াচ্ছে পাকিস্তানকে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফসহ অনেক নেতাই প্রতিদিন অন্তত একবার করে সতর্কবার্তা দিয়ে চলেছেন। আইএসআই প্রধান আসিম মালিককে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছে পাকিস্তান।পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ ফের দাবি করেছেন, নিয়ন্ত্রণরেখায় যে কোনও সময় ভারত হামলা চালাতে পারে। পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সম্ভাব্য পাল্টা পদক্ষেপ ঘিরে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের মধ্যে মঙ্গলবার সকালে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে।

গত ৪৮ ঘণ্টায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অজিত ডোভাল প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছেন। এর পাশাপাশি দেশের সমস্ত রাজ্যে বুধবার প্রথমবারের মতো ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর আবারও 'সিভিল ডিফেন্স' মহড়া আয়োজন করা হচ্ছে, যার মূল লক্ষ্য শত্রু আক্রমণের সময় জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।মনে করা হচ্ছে, শীঘ্রই সন্ত্রাসের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে ভারত।প্রধানমন্ত্রী বারবার বিভিন্ন ভাষণে বলছেন, 'দোষীদের সাজা দেওয়া হবেই'। এহেন পরিস্থিতিতে মোদীর প্রতিটি বৈঠক নিয়েই জল্পনা এখন তুঙ্গে।

রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ বাঁধাচ্ছে কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদে অভিযোগ মমতার

মুর্শিদাবাদের ওয়াকফ অশান্তি থেকে দীঘার জগন্নাথ মন্দির ইসু। ফের কেন্দ্র তথা বিজেপিকে নিশানা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ মুর্শিদাবাদের সুতিতে সরকারি জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন " রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ লাগালে দেশ ভালো থাকে না। রাজপাট ভালো থাকে না। রাজধর্ম পালন করতে জানতে হয়। মনটাকে পবিত্র করুন।" শুধুমাত্র ধর্মীয় বিভাজন বা বিভেদের রাজনীতির কথাই নয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রেও কেন্দ্র যে রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৈষম্য মূলক আচরণ করছে সে কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালের পর আজ ফের ভিন রাজ্যে এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায় " রাজ্যের মুখ্য সচিব ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে এবিষয়ে চিঠি দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ থামানোর আবেদন করেছেন এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা মেনে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো যাতে অক্ষুন্য থাকে তার জন্য কেন্দ্রকে উদ্যোগী হতে আবেদন জানিয়েছেন।" রাজ্যে রাজ্যে বাংলায় কথা বলা পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন আক্রান্ত হচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পাল্টা হুশিয়ারি " দরকার নেই ভিক্ষে চাওয়ার ।যারা বাইরে অন্য রাজ্যের হাতে মার খাচ্ছেন তাদের পরিবারকে বলব ওদেরকে ফিরিয়ে আনুন। সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকরা কর্মশ্রী প্রকল্পে ওদের কাজ দেবে। একটা ছোট দোকান করলেও সরকার ঋণ দেয়, চিন্তা করবেন না। রাজ্য সরকার যেমন বিনা পয়সায় রেশন দেয় বিনা পয়সায় শিক্ষা দেয় বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় তেমনি আমরা নিকট চাই কাজের সুযোগ দেব।" মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন " আমরা যদি সব রাজ্যের মানুষকে ভালোবাসি তাহলে কেন আমাদের ভাই বোনেদের গায়ে অন্য রাজ্য হাত দেবে? বাংলায় কথা বললেই কেন তাদের অত্যাচারিত হতে হবে? "এই বিভাজনের রাজনীতি হিংসা ছড়ানোর রাজনীতি বন্ধ করতে হবে কেন্দ্রকে।" পাল্টা দাবি মমতার।

বুধবার শহরে সতর্কীকরণ মগড্রিল তার আগে মহাজাতি সদনের ছাদে সাইরেন পরীক্ষা করে দেখে নিলেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা

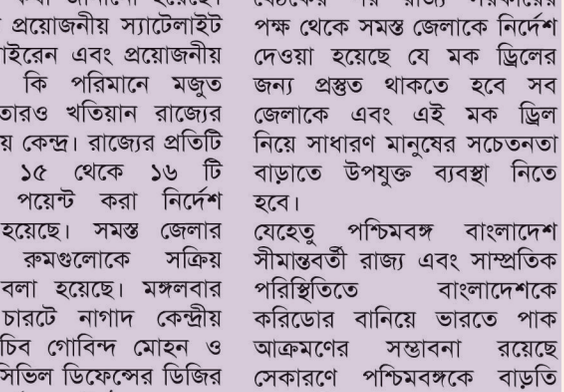

'ধাম' আর 'মন্দির' নিয়ে চর্চা, এল পুরীর মহারাজের আবেদন, পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের!

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

বিগ্রহ বিতর্কের জেরে এবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে সরছে "ধাম" শব্দটি। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহ পুরীর দারুকাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই অভিযোগ ওঠার পাশাপাশি এই মন্দিরটির সঙ্গে "ধাম" শব্দটি যুক্ত করা নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ওড়িশার আইনমন্ত্রী নিজেই বিগ্রহ বিতর্কে ইতি টেনেছেন। পুরি দারুকাঠ দিয়ে দিঘার জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি হয়নি বলেও জানিয়েছেন ওড়িশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। অন্যদিকে বিগ্রহ বিতর্কের মধ্যেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে "ধাম" শব্দটি জুড়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দিঘার মন্দিরের সামনে " জগন্নাথ ধাম " উল্লেখ করা সেলফি পয়েন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে পুরীর মহারাজ দিব্যজ্যোতি সিংহ দেব-এর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট। দিঘার জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে ওই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকা "ধাম" শব্দটি সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন পুরীর মহারাজ। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় "জগন্নাথ ধাম" শব্দটি নিয়ে ওড়িশার আপত্তি কেন তা জানতে চেয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছিলেন।

যদিও তৃণমূলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী অখিল গিরি এবং দিঘার জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসকন সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন উদ্বোধনের দিন অস্থায়ী পরিকাঠামো হিসেবে ওই সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল ইতিমধ্যেই তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকেও সমাজমাধ্যমে যে ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে তা "ভুয়ো" বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন এলাকায় "জগন্নাথ ধাম" লেখা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন কেন? তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সমাজমাধ্যমেই।তবে পুরীর মহারাজের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দীঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে ধাম শব্দটি সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। হিন্দু পুরাণ মতে "ধাম" এবং "মন্দির" নিয়ে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। "ধাম" শব্দটির অর্থ "বাসস্থান" বা "ঈশ্বরের আসন"। এটি এমন একটি স্থানকে বোঝায় যা কোনও দেবতা বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপস্থিতি বা উপস্থিতির কারণে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়।

ভারতে চারটি স্থানকে ধাম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চারটি ধাম হল বদ্রীনাথ, দ্বারকা, পুরী এবং রামেশ্বরম।পক্ষান্তরে "মন্দির" বলতে হিন্দু মন্দিরকে বোঝায় যা এমন একটি উপাসনাস্থল যেখানে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। এটি একটি ভৌত কাঠামো যেখানে আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। মন্দিরের ধারণাটি "মামদিরা"-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যার অর্থ "বাসস্থান"। এমনকি "ধাম" এবং "তীর্থক্ষেত্রের" মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। হিন্দু ধর্মমত অনুযায়ী, "ধাম" হল সেই স্থান যেখানে ভক্তরা তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। আর "তীর্থ" হল পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণের উৎসস্থল। এই সার্বিক হিন্দু ধর্মমত পুরাণের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে দিঘার জগন্নাথের অধিষ্ঠান নিয়েও বিতর্ক তুঙ্গে? দিঘার জগন্নাথের ঠিকানা কি ? "ধাম" না "মন্দির" তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উন্মাদনা যথেষ্ট।

"বিজেপির কথায় দাঙ্গা করবেন না" দাঙ্গাপীড়িত সুতিতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদের গুয়াকফ অশান্তির দায় ফের বিজেপির ঘাড়েই ঠেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মুর্শিদাবাদের সুতিতে প্রকাশ্য জনসভায় দাঙ্গা পীড়িত এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন " দয়া করে বিজেপির কথা শুনে দাঙ্গা করবেন না। মানুষে মানুষে ভাগ করবেন না। ধর্ম মানে ভক্তি সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি। ধর্ম মানে শান্তি। আমরা শান্তি চাই, তাই যে কোন মূল্যে দাঙ্গা রুখতে হবে।" এদিন সুতির জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা " আমরা সবাই আপনজন। আমি দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমি দাঙ্গা চাই না। যদি কথা দেন দাঙ্গা হবে না তাহলে দিদি আপনাদের পাশে থাকবে না হলে আপনারা দিদিকে পাবেন না। যদি এরপরও দাঙ্গা হয় তাহলে আমি হব সবচেয়ে বড় শত্রু।" অর্থাৎ, দাঙ্গা হাঙ্গামা অশান্তি বা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিতে মমতা বা তৃণমূল বিশ্বাস করে না, বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয় বিজেপিই। তাই বিজেপির কথা শুনে কেউ দাঙ্গা বা ধর্মীয় বিভাজন করবেন না। বিভাজনের রাজনীতি নয় "আমি আপনাদেরই লোক" মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা পীড়িত সুতির জনসভায় দাঁড়িয়ে একথাই বোঝাতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, " আপনারা সবাই মিলেমিশে থাকুন, শান্তিতে থাকুন। আন্দোলনটা আমাকে করতে দিন। আমি আপনাদের পাশে আছি।"এদিনের বক্তব্যে মুর্শিদাবাদের অতীত সম্প্রীতির ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল তখনও মুর্শিদাবাদের কোনও দাঙ্গা হয়নি। মুর্শিদাবাদের স্থানীয় মানুষজনই দাঙ্গা করতে দেননি। অতীতে কাটরা মসজিদের দাঙ্গার কারণে এই মুর্শিদাবাদের চল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছিল সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রক্তদান শিবিরে যখন রক্ত দেওয়ার জন্য নাম লেখানো হয় সেখানে কোন ধর্ম তা উল্লেখ করা থাকে। কিন্তু সেই রক্ত যখন ব্লাড ব্যাঙ্কে পৌঁছে সেখানে কোন নাম গোত্র ধর্ম উল্লেখ থাকে না। সেই রক্ত শুধুই জীবন বাঁচায় জীবন কেড়ে নেয় না। সুন্দর উপমার সাহায্যে দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় সবাইকে একসাথে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুর্শিদাবাদের দাঙ্গাপীড়িত মানুষজনকে মুখ্যমন্ত্রীর বরাভয় " ওয়াকফ নিয়ে আর হুড়োহুড়ি গন্ডগোল করবেন না। ওরা তো এনআরসি করেছিল, আমরা হতে দিইনি। কেন্দ্র কোনও আইন করলে আমাদের হাতে তা থাকে না। ওরা গায়ের জোরে আইন করে, ওদেরকে করতে দিন। সেটা বাংলায় হতে দেব না। আমি থাকতে এই বাংলায় ওই কেন্দ্রীয় আইন চালু হবে না।" এদিনের সভাবমঞ্চ থেকে নিজের দলীয় নেতৃত্বকেও ঝগড়া না করে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্থানীয় উন্নয়ন থেকে বিভেদ ধর্মী রাজনীতি সবতে দলের সমস্ত নেতৃত্বকে একজোট হয়ে রাস্তায় নামতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ২৬ এর নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে তিনি স্থানীয় উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন এবং ভাঙ্গন কবলিত ধুলিয়ান শমশেরগঞ্জ ভগবানগোলা লালগোলা এলাকার জন্য রাজ্য সরকার গঙ্গা ভাঙন রোধে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাও বিস্তারিত ভাবে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধুলিয়ান ও ভগবানগোলা ভাঙ্গনের কবলে হলেও কেন্দ্রকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন টাকা দেয়নি দিল্লি। বরং রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ৪০০ কোটি টাকা ভাঙ্গন রোধের প্রকল্পে ব্যয় করেছে রাজ্য সরকার। আরো ১৭৪ কোটি টাকার কাজ হবে মালদা মুর্শিদাবাদের ভাঙ্গন রোধের প্রকল্পে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের ১৭২ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির জন্য অতিরিক্ত আরও ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে বলেও এদিনের জনসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী। সুতি, ধুলিয়ান ও ফরাক্কাকে যুক্ত করে নতুন মহকুমা অফিস তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়ির মাঠে সেনা কপ্টার নামতেই তীব্র শোরগোল

পহেলগাঁও আবহে যুদ্ধ-যুদ্ধ গন্ধ! দেশের একাধিক শহরে চলছে মকড্রিল, সেনা মহড়া। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই শিলিগুড়ির এক মাঠে জরুরি অবতরণ করল সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। মঙ্গলবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা শহরে।

এদিন দুপুর নাগাদ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ২ অঞ্চলের জাবরাভিটার ঠাকুরনগরে একটি বেসরকারি ঘেরা মাঠে হেলিকপ্টারটি জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয় বলে জানা গিয়েছে। এরপরই এলাকাবাসী ওই মাঠের চারপাশে ভিড় জমতে শুরু করে। ঘটনার পরই খবর যায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে। খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে এলাকাবাসীদের নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। যদিও ওই জরুরি অবতরণের কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা আহত, নিহত হয়নি।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হেলিকপ্টারটি মূলত আকাশপথে নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদিন সকালে ওই হেলিকপ্টারটি শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়া সেনা ছাউনি থেকে রওনা দেয়। নজরদারি চালানোর পর সেটি ছাউনিতে ফেরার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পরে।

সেকারণে ওই মাঠের মধ্যে জরুরি অবতরণ করতে হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগডোগরা বায়ুসেনা ছাউনির এয়ারফোর্সের আধিকারিক ও শালুগাড়া সেনা ছাউনির আধিকারিক ও জওয়ানরা। তারা পৌঁছে হেলিকপ্টারটি সারাইয়ের কাজ শুরু করেন। খুব দ্রুত হেলিকপ্টারটি সারাই করে ছাউনিতে ফেরার পাঠানো হবে। এই বিষয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বায়ুসেনার উইঙ্গ কমান্ডার শঙ্কর তিওয়ারি বলেন, "কোন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হেলিকপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে। তবে হেলিকপ্টারটি ভারতীয় সেনার। চিন্তার কোন কারন নেই।" যদিও এই বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি।

রাজ্যে এবার নতুন মহকুমা, মুর্শিদাবাদে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

অগ্নিগর্ভ মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রশাসনিক সভা থেকে এবার নতুন মহকুমা গঠনের কথা জানিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতিতে সোমবার দুপুরে আয়োজিত জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, নতুন মহকুমা গঠিত হবে সুতি, ধুলিয়ান ও ফরাক্কা নিয়ে। তাহলে আর এলাকার মানুষকে দূরে যেতে হবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অত্যন্ত স্পর্শকাতর ওই এলাকায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। সুতির সভামঞ্চে উপস্থিত হয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ফরাক্কা, ধুলিয়ান, সুতি লোকসভা নির্বাচনে মালদার সাথে পড়ে। আর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে পড়ে। এই জায়গাটায় প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সুতি, ধুলিয়ান ও ফরাক্কা নিয়ে নতুন মহকুমা অফিস তৈরি করা হচ্ছে। আশা করি এক মাস দেড় মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করে দূরে যেতে হবে না। বাড়ির কাছাকাছি সুতি, ধুলিয়ান ও ফরাক্কার মধ্যবর্তী কোনও স্থানে এই মহকুমা সদর দফতর তৈরি হবে।"প্রসঙ্গত, বর্তমানে রাজ্যের ২৩টি জেলায় মহকুমা রয়েছে ৬৯টি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর মহকুমার সংখ্যা বেড়ে হতে হবে ৭০টি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর ওই এলাকায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমার আওতায় রয়েছে ধুলিয়ান, সুতি ও ফরাক্কা। এপ্রিল মাসে ওই এলাকায় ধর্মকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া তৃণমূল দাঙ্গায় গোটা দেশে মুখ পুড়েছে মমতা সরকারের। আবারও যাতে সেরকম কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, তাই মুখরক্ষা করার জন্যই তটি ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাফরাবাদ হত্যা মামলা নিয়ে বিতর্ক, সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনায় বিচারপতি মুখ্য বিচারপতির নির্দেশেই মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত সমস্ত জনস্বার্থ মামলা অন্য বেঞ্চে পাঠানোর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এই মামলাও যেন নতুন করে উপযুক্ত বেঞ্চে পাঠানো হয়।শুনানিতে বিচারপতির মন্তব্য ছিল যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি বলেন, "এই মামলায় এখন আর কিছু নেই। অপহরণ কোথায় হয়েছে? প্রধান বিচারপতির কাছেই যান, তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।" এরপরই বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন কিছু আইনজীবীর ভূমিকায়। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে আইনজীবীরা রাজনৈতিক নেতাদের এতটাই কাছাকাছি চলে গেছেন যে তাঁদের আচরণে পেশাদারিত্ব হারাচ্ছে। তিনি বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে অনেক আইনজীবী এখন তাঁদের রাজনৈতিক ক্লায়েন্টদের মতো আচরণ করছেন এবং আদালতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করছেন।" উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও বলাই রায়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "ওঁদের কখনও এমন ব্যবহার করতে দেখিনি।"ঘটনার পেছনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে সুতি, ধুলিয়ান এবং সামসেরগঞ্জ। ওই সময় জাফরাবাদে ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা—নিহত হন এক বাবা ও তাঁর কিশোর পুত্র। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এরপর থেকেই গোটা রাজ্য রাজনীতিতে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন নিহতদের আত্মীয়রা। তাঁদের আইনি সহায়তায় এগিয়ে আসেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ও তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। এর মধ্যেই শোনা যায়, নিহতদের পরিবারের দুই মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে।

পরে অবশ্য তাঁদের সল্টলেকের সেফ হাউসে পাওয়া যায়। তাঁরা জানান, তাঁরা স্বেচ্ছায় সেখানে রয়েছেন।তবে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয় রবিবার রাতে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা। অভিযোগ, বিধাননগর পূর্ব থানার প্রায় ৪০ জন পুলিশ সদস্য সেফ হাউসের দরজা ভেঙে তাঁদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পুলিশের দাবি, ওই দুই মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে, তাই তাঁদের উদ্ধার করতেই এই অভিযান। কিন্তু নিহতদের পরিবার এই দাবিকে খণ্ডন করে বলেন, তাঁরা নিজের ইচ্ছায় সেখানে রয়েছেন এবং পুলিশের এই হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশের অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা রুজুর আবেদন জানানো হয়।এই মামলাকে কেন্দ্র করে আদালতের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব ও আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা ভবিষ্যতে মামলার গতিপথ ও জনমতের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে।

প্রেমিকের হাত থেকে দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে খুন ভাই

দিদির সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে তরুণীর প্রাক্তন প্রেমিকের হাতে 'খুন' হতে হল ভাইকে। হাঁসুয়ার কোপে গলার নলিতে গভীর ক্ষত তৈরি হয় ওই যুবকের। দিদিকে হাঁসুয়া নিয়ে আক্রমণ করেছিল এক যুবক। দিদিকে বাঁচাতে ছুটে আসতেই তাঁর উপর এই হামলা বলে জানা গিয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানা এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম জিমন টুডু। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক হেমন্ত শর্মা পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, মেহেন্দিপাড়ার মিশন মোড় এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন জিমন টুডু। সোমবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঘুমনোর জন্য গিয়েছিলেন ওই তরুণী। সে সময় ওই ঘরের মধ্যে এক যুবককে দেখতে পাওয়া যায়। অভিযোগ, তরুণী চিৎকার করলেই ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই যুবক। তরুণীকে কোপ মারা শুরু হয়। বোনের আর্তনাদ শুনে তাঁকে বাঁচাতে এসেছিলেন জিমন টুডু।

বিজেপির বয়কট গ্রামের বাড়ির দিকে সস্ত্রীক দিলীপ

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির কাণ্ডে দিলীপ ঘোষকে বিজেপি যে 'টোটাল বয়কট'র পথে হাঁটতে চলেছে, সবার আগে সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিল দ্য ওয়ালে।

বাস্তবে হলও তাই। মঙ্গলবার থেকে সল্টলেকের অফিসে শুরু হয়েছে বিজেপির রাজ্যস্তরের বৈঠক। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল, সৌমিত্র খাঁদের পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপির অন্যান্য নেতারা থাকলেও দেখা মিলল না বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

বিজেপির কথা শুনে প্ররোচিত হবেন না, আমি দাঙ্গার পক্ষে নই, মানুষের পক্ষে: মুখ্যমন্ত্রী

সূত্রের খবর, রাজ্যস্তরের এই বৈঠকে ডাকাই পাননি দিলীপ। পরিবর্তে সোমবারই কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে চলে যান তিনি। সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার। রাতে ছিলেন খড়গপুরে। সকালে চা চক্রেও যোগ দেন ঘোষবাবু। সেখানেই মিডিয়াকে তিনি জানান, মঙ্গলবার দুপুরে গোপীবল্লভপুরে গ্রামের বাড়িতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন তিনি।

দিলীপের স্ত্রী রিঙ্কুদেবী দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। বিয়ের পর এই প্রথম নববধূকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন দিলীপ।

সেই সূত্রে বিকেলে বাইকে করে স্ত্রীকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখানোর ইচ্ছা রয়েছে বলেও সকালের চা চক্রে জানিয়েছিলেন দিলীপ। যা থেকে স্পষ্ট, আপাতত ছুটির মেজাজে রয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

অন্যদিকে সল্টলেকে বিজেপির বৈঠকে বঙ্গ নেতাদের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। তবে দিলীপের অনুপস্থিতি বা বৈঠকে তাঁকে না ডাকা নিয়ে সুনীল বনশল থেকে শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলরা কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এর আগে 'দিলীপকে যোগী থেকে ভোগী' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। এদিন তিনি বলেন, "দলের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি, কে কে ডাক পেয়েছেন, কে পেলেন না, সেটা আমি কী করে বলব, পার্টির মুখপাত্র বলতে পারবেন।" একই সঙ্গে এও বলেন, "আমিও অনেক সময় ভুল করেছি, ভুল শুধরেও নিয়েছি। রাজনীতি বহমান নদী, যে টিকে থাকতে পারবে সে থাকবে।"

দলের বৈঠকে ডাক না পাওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ অবশ্য আগেই নিজের মতও স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন, "৩ বছরে ক'বার দলের বৈঠকে ডাক পেয়েছি? আমি তো নিজের মতো করে কর্মসূচি করি, বছরভর মানুষের পাশে থাকি।"

আগাম হাজির 'মাধ্যমিক ২০২৬', অঙ্কের আগে ক'দিন ছুটি? দেখুন দিনক্ষণ সহ রুটিন

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা যেন দরজায় কড়া নাড়ছে আগেভাগেই। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় পরীক্ষার দিনক্ষণ বেশ কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে। ২০২৫ সালে যেখানে মাধ্যমিক শুরু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি, আগামী বছরে তা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি থেকেই। মাধ্যমিক ২০২৬-এর সূচনা প্রথম ভাষা দিয়ে, সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মূল সাতটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবে ১১ ফেব্রুয়ারি, এরপর ১২ ফেব্রুয়ারির ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে মাধ্যমিক। প্রায় ১০ দিন আগে শেষ হচ্ছে পরীক্ষা।এই পরিবর্তনের মূল কারণ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। নির্বাচন চলাকালীন যাতে পরীক্ষার কোনও সমস্যা না হয়, তাই আগেভাগেই পরীক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনেও এমনই দেখা গিয়েছিল—সেবারও মাধ্যমিক হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি থেকে।।২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন একনজরে:২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার):প্রথম ভাষাও ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার): দ্বিতীয় ভাষাও ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার): ইতিহাস৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার): ভূগোল৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার): অঙ্ক১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার): ভৌতবিজ্ঞান১১ ফেব্রুয়ারি (বুধবার): জীবনবিজ্ঞান১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার): ঐচ্ছিক বিষয়ফিজিক্যাল এডুকেশন, ওয়ার্ক এডুকেশন ও সোশ্যাল সার্ভিসের তারিখ পরে জানানো হবে।পরীক্ষার চাপের মাঝে একটু নিঃশ্বাস: অঙ্কের আগে পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে একদিনের বিরতি। ৭ ফেব্রুয়ারি ভূগোল, আর তার পরদিন রবিবার থাকায় ৯ ফেব্রুয়ারির অঙ্ক পরীক্ষার আগে মিলছে একদিন ছুটি, যেটা রিভিশনের জন্য অনেকটাই স্বস্তি দেবে পরীক্ষার্থীদের।প্রথম ভাষা: বাংলো, ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু, ওড়িয়া, গুজরাটি, তেলুগু, তামিল, সাঁওতালি, গুরুমুখী (পঞ্জাবি), মডার্ন টিবেটিয়ান।দ্বিতীয় ভাষা:ইংরেজি (যদি প্রথম ভাষা ইংরেজি না হয়), অথবা বাংলা/নেপালি (যদি প্রথম ভাষা ইংরেজি হয়)।প্রতিটি দিনের পরীক্ষা সকাল ১০:৪৫ থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে। তবে প্রথম ১৫ মিনিট শুধুই প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য বরাদ্দ—এই সময়ে কিছু লেখা যাবে না। লেখার সময় থাকবে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।আগামী মাধ্যমিক যে আরও তাড়াতাড়ি এসে যাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রস্তুতি শুরু না করলে কিন্তু সময় গড়িয়ে যাবে হাতে ধরার আগেই। তাই এখন থেকেই নিয়মিত রুটিন করে পড়াশোনা শুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কলকাতার কোথাও পাঁচ ঘণ্টার বেশি জল না দাঁড়ানোর আশ্বাস মেয়রের

আসন্ন বর্ষায় কলকাতার কোথাও পাঁচ ঘণ্টার বেশি জল দাঁড়াবে না। সোমবার পুরসভার বৈঠকে এমনই আশ্বাস দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেই সঙ্গে শহরে 'রুফটপ' রেস্তরাঁ, পানাশালা নিয়েও পুরসভার অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি।

সোমবার পুরসভার কাউন্সিল চেম্বারে সেচ দফতর, পূর্ত দফতর, কলকাতা পুলিশ, সিইএসসি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বর্ষার আগে প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসেন ফিরহাদ। সূত্রের খবর, কলকাতার খালগুলি কী অবস্থায় রয়েছে, উড়ালপুলের কী অবস্থা, পোর্ট ট্রাস্ট এলাকার বিষয়ে খোঁজখবর নেন মেয়র। পরে তিনি বলেন, ''আমরা সিইএসসিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেছি। কলকাতা পুরসভার কাজ পাম্পিং স্টেশন ঠিক রাখা, সব লকগেট ঠিক রাখা। নিকাশি-নালা থেকে কয়েক লক্ষ টন পলি সরিয়েছি। কলকাতার কোথাও পাঁচ ঘন্টার বেশি জল দাঁড়াবে না। গঙ্গার জল ভাটার সময় বেরিয়ে যায়। জোয়ারের সময় বৃষ্টি হলেই একটু অসুবিধা হয়।''

বৈঠকে কেইআইআইপি (কলকাতা এনভারমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট)-র কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র। পরে তিনি বলেন, ''বিভিন্ন জায়গায় নিকাশি এবং রাস্তার কাজ করছে কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত কলকাতা এনভায়রমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট। এখনও অনেক জায়গায় নিকাশি এবং রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, বিশেষ করে সাহায্যপ্রাপ্ত এলাকায়। যে রাস্তা তারা করতে পারছে না, সেটা পুরসভা করে দিচ্ছে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়।'' তিনি জানিয়েছেন, বন্দর এলাকার অনেক রাস্তাও পুরসভাকেই করে দিতে হয়েছে। এই নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ, যা কেন্দ্রের অধীনে, তাঁদের সহযোগিতা মেলেনি বলেই জানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন জায়গায় নিকাশি এবং রাস্তার কাজ করছে কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত কলকাতা এনভায়রমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট। এখনও অনেক জায়গায় নিকাশি এবং রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, বিশেষ করে সাহায্যপ্রাপ্ত এলাকায়। যে রাস্তা তারা করতে পারছে না, সেটা পুরসভা করে দিচ্ছে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়।

'রুফটপ' রেস্তরাঁ নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মেয়র। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট চত্বরে একটি 'রুফটপ' রেস্তরাঁ ভাঙার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। ওই মামলায় 'রুফটপ' রেস্তরাঁটি ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। সেখানে নতুন করে আর ভাঙার কাজ করা যাবে না। এই নিয়ে ফিরহাদ বলেন, ''আমরা তো আর আদালতের উপরে দায়িত্ব নিতে পারি না। আদালতের নির্দেশ মানতেই হবে।'' তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, মানুষকে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। পুরসভারও বার বার নোটিস দেওয়া পছন্দ নয়। কিন্তু উপায় না থাকলেই এ সব করতে হয়। তিনি মনে করেন, যে ভাবে শহরে 'রুফটপ' গজিয়ে উঠেছে, তাতে 'অশনি সঙ্কেত' রয়েছে। সব ছাদের জায়গা দখল করে রাখা হলে, আগুন লাগলে ছাদের উপরে লোক উঠলেও নির্মাণের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা মেয়রের।

মেডিক্যালে ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়মে সাতসকালে ইডির হানা

টাকার বিনিময়ে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটার আসন বিক্রির অভিযোগ! সেই মামলার তদন্তে নেমে সাতসকালে শহরের একাধিক জায়গায় হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার সকাল থেকে নিউ টাউন, বালিগঞ্জ-সহ কলকাতার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। মোট চার-পাঁচ জায়গায় অভিযান চলছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অনাবাসী ভারতীয়দের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটায় সিট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত। সেই মামলাতেই তল্লাশি শুরু করেছে ইডি। মঙ্গলবার সকালে বালিগঞ্জের বসন্ত রায় রোডের একটি আবাসনে পৌঁছে যায় তদন্তকারীদের একটি দল। তল্লাশি চালানো হয় নিউটাউনের সিই ব্লকের আবাসনে সৌরভ সাহা নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও। সেখানে একটি কোচিং সেন্টার চালানো হত বলে ইডি সূত্রে খবর। এ ছাড়া, অভিযান চলছে পার্ক সার্কাসের তারক দত্ত রোডেও।

গত কয়েক বছর ধরেই এনআরআই কোটায় মেডিক্যালে ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে। কয়েক মাস আগে ওই মামলায় কলকাতার যাদবপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ-সহ রাজ্যের প্রায় ১৮টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেখান থেকে ভর্তি সংক্রান্ত নানা নথি ও কম্পিউটারের তথ্যও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল বলে দাবি। তদন্তকারীদের দাবি, ওই সব নথি যাচাইয়েই ভর্তি সংক্রান্ত নানা বেআইনি তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। নথিতে কারচুপি করে এনআরআই কোটায় বেআইনি ভর্তির চক্রে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলেও ইডির তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি। সেই মামলাতেই এ বার শহরে অভিযান চালাল ইডি।

ট্যাক্সিতে বসতেই আড়াই কোটি গায়েব

ট্যাক্সিতে উঠে দুই যাত্রীর থেকে নগদ আড়াই কোটির কিছু বেশি টাকা লুট করার অভিযোগ উঠল কলকাতায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ এসএন ব্যানার্জি রোডের ধারে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের একটি সংস্থার দফতর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠেন দুই ব্যক্তি। তাঁদের সঙ্গে কিছু ব্যাগ ছিল। তাতে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা রাখা ছিল।

ওই ট্যাক্সি ফিলিপ্স মোড়ের কাছে পৌঁছোতেই দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ট্যাক্সিতে ওঠেন। অভিযোগ, অজ্ঞাতপরিচয় ওই দুই ব্যক্তি ট্যাক্সিটিকে কামারডাঙা এলাকায় একটি

পরে এই ঘটনায় এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুই যাত্রী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংস্থার কর্মী। ওই দুই ব্যক্তি থানায় জানিয়েছেন, তাঁরা ওই টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ফিলিপ্স মোড়ের কাছে হাত দেখিয়ে দু'জন ওই ট্যাক্সিতে ওঠেন। ট্যাক্সিতে ওঠার পরেই ভয় দেখিয়ে এক প্রকার জোর করেই চালককে কামারডাঙায় একটি নির্জন গলিতে ট্যাক্সিটি নিয়ে যেতে বাধ্য করেন তাঁরা। ওই নির্জন স্থানে আগে থেকে আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছিলেন বলে দাবি অভিযোগকারীদের। ট্যাক্সি ওই এলাকায় পৌঁছানোর পর তাঁদের ভয় দেখিয়ে টাকাভর্তি ব্যাগ দুষ্কৃতীরা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ।

ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযুক্ত ধরা পড়েননি। তবে অভিযোগকারীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তথ্যসংগ্রহ শুরু করেছে পুলিশ। সময় ধরে ধরে প্রতিটি বক্তব্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশের তদন্তকারী দল।

মিড ডে মিলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। স্কুল শিক্ষা দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন অন্যান্য শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষিকার। তাঁকে হেয় করার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত আচার্য প্রফুল্লনগর বিদ্যায়তন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ভবানী সর্দার মণ্ডল । তাঁর বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের টাকা, স্কুলের উন্নয়নের টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাদানে সরকার যেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয় সেখানে স্কুল ড্রেস, ফর্ম দেওয়া, ভর্তি, এমনকী কোনও

ছাত্রছাত্রী ট্রান্সফার নিলে সে ক্ষেত্রেও টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্কুলেরই এক শিক্ষক প্রতাপচন্দ্র শাঁখারির অভিযোগ, স্কুলের সহ শিক্ষকদের প্রতি তিনি খারাপ ব্যবহার করেন । বিভিন্নভাবে অভিভাবকদের থেকে টাকা তোলা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে প্রধান শিক্ষিকার রোষে তিনি পড়েছেন বলে দাবিও করেন ওই শিক্ষক। দুর্নীতির জেরে বন্ধ রয়েছে স্কুলের মিড ডে মিলের পরিষেবাও। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরাও।

প্রধান শিক্ষিকা ভবানী সর্দার মণ্ডল বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব নেন। তারপর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্তে স্কুলে আসেন সার্কেল ইন্সপেক্টরও। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জিজ্ঞাসাবাদও করেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা এড়িয়ে যান । কোনও উত্তর দেননি।

উদ্ধার প্রৌঢ়ের ছিন্নভিন্ন দেহ

এক প্রৌঢ়ের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল সুন্দরবনের আমতলী গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম খোকন মণ্ডল। তাঁর বয়স ৬৪ বছর। সোমবার হাত-পা কাটা অবস্থায় তাঁর দেহটি এলাকার একটি মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান খোকনকে খুন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, খোকন গোসাবা থানার শম্ভু নগর এলাকায় বাসিন্দা। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। বেশ কিছু দিন ধরেই তাঁকে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় তিনি ঘুরে বেড়াতে দেখেন বাসিন্দারা। সম্প্রতি তিনি আমতলী গ্রামে এসেছিলেন। সোমবার সকালে গ্রামের একটি মাঠে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু কী কারণে খোকনকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, খোকনকে কোনওভাবেই বাড়িতে রাখা যেত না। মাঝেমাঝেই তিনি বেরিয়ে যেতেন। আবার নিজেই ফিরে আসতেন। কিন্তু এবার বেশ কিছু দিন হয়ে গেলেও তিনি ফেরেননি। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয়।

হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাদ

মাঝরাতে বিকট শব্দে ভাঙল ঘরের ছাদ। ঘরে তখন ঘুমোচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। কলকাতার টালা এলাকায় শিরিশচন্দ্র চৌধুরী লেনের ঘটনা। দুটি ঘর ভেঙে আহত হয়েছেন মোট চার জন। সোমবার রাত দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে পরিবারের সদস্যরা।

হঠাৎ করে ঘরের ছাদের বিকট শব্দ শুনে দুটি ঘরের পাঁচ জন বেরিয়ে যান। ওই বাড়ির লাগোয়া একটি কারখানার ১০ ফুটের পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে সেই পাঁচিল বাড়ির উপর পড়ে যায়। সেই ধাক্কাতেই ঘরের ছাদের অংশ ভেঙে যায়।

বাড়ির সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কারাখানা মালিককে বহুবার বলা হয়েছিল পাঁচিল বেঁকে গিয়েছে, যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছিল। সেই কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ।

বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, এখন ঘর দ্রুত মেরামত করা হোক ও ক্ষতিপূরণের ব্যাবস্থা করা হোক। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ সাহার বক্তব্য, পুরসভা ঘর মেরামত করে দেবে কিন্তু কারখানার মালিককে পাঁচিল দ্রুত মেরামত করতে হবে, না হলে কারখানা চালু করতে দেবে না পুরসভা।

'পাকিস্তান মোড়ে'র পাল্টে 'ভারত মাতা'

'পাকিস্তান মোড়ে'র নাম বদল! নতুন নাম 'ভারত মাতা' মোড়। নেপথ্যে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। আর এই নামবদল নিয়ে সোমবার তীব্র বিতর্ক ছড়াল শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানা এলাকায়।

বিশ্বাস কলোনির একটি মোড় পাকিস্তান মোড় নামে মানুষের মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ওই মোড়ের নাম এলাকাবাসীরাই 'বিশ্বাস মোড়' হিসেবে প্রচলন করে। কিন্তু আজ বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের অভিযোগ, ওই মোড়ের নাম বর্তমানেও পাকিস্তান মোড় নামে প্রচলিত রয়েছে।

এদিন শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকার বিশ্বাস কলোনির এই মোড়ের নামকরণকে নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন বিশ্বাস কলোনির ওই মোড়ে জমায়েত হয়ে প্রথমে জাতীয় সংগীত গেয়ে পরে 'ভারত মাতা' মোড় নামে একটি পোস্টার লাগিয়ে দেয় মহামঞ্চের কর্মী সমর্থকরা।

এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বচসায় জড়ায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চর সদস্যরা। অভিযোগ, প্রশাসনের কোনওরকম অনুমতি ছাড়া এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতকে না জানিয়েই নিজে থেকে ওই মোড়ের নাম বদল করা হয়। আর এতেই ক্ষিপ্ত স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোড়ের নামকরণের বিরোধিতা না করলেও প্রক্রিয়া ও প্রশাসনে অনুমতি ছাড়া এই কাজ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া থানার পুলিশ বাহিনী পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় ভুগছেন কার্তিক মহারাজ

গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় ভুগছেন কার্তিক মহারাজ! অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যই গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে আশঙ্কা তাঁর। যদিও ভীত বা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন না বলেও সাফ জানিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙা শাখার প্রধান। উল্লেখ্য, ওয়াকফ অশান্তির পর সোমবারই নবাবের জেলায় গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, সোমবার মুর্শিদাবাদ পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশান্তি নিয়ে নাম না করে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙা শাখার প্রধান কার্তিক মহারাজকে নিশানা করেছেন। বলেছেন, বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত শ্যামনগরে রত্নেশ্বর ঘাট সংলগ্ন রেলওয়ে ময়দানে এক অনুষ্ঠানে আসেন কার্তিক মহারাজ। সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জবাবে তিনি বলেন,"শপথ গ্রহণের দিনই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ভারত সেবাশ্রম ভালো কাজ করে, আবার কোথাও কোথাও দাঙ্গা করে। সারা ভারতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম রয়েছে। কোনও জায়গায় এমন ঘটনা উনি প্রমাণ দিতে পারবেন? মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত সেবাশ্রম কাজ করছে। ডিএম পুলিশ সকলের কাছে উনি রিপোর্ট চাক।"

এদিন নাম না করে হিন্দু ধর্মস্থানের দায়িত্বে থাকা কর্তা ব্যক্তিদের নিশানা করেছেন মমতা। বিজেপি ও ধর্মীয় নেতাদের একযোগে আক্রমণ করে বলেন, "গণ্ডগোল কারা করিয়েছেন, সবাই জানে। এরা নাকি ধর্মের নেতা! মুর্শিদাবাদে কী হয়েছিল আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে। তবে আর কিছু প্রমাণ হাতে আসবে। তারপর সব সকলের সামনে তুলে ধরব।" এ প্রসঙ্গে কার্তিক মহারাজের সাফাই, "আমার এত বড় ক্ষমতা যে আমি ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ করে রাখব! আর আমি যদি দাঙ্গা করাই তাহলে মুর্শিদাবাদে কেন, যেখানে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সেখানে করব।" এরপরই গ্রেপ্তারির আশঙ্কা প্রকাশ করে তাঁর দাবি, "উনি আমার কথা বলছেন। উনি তো প্রশাসনের সর্বময়কর্তা। চাইলেই উনি মুহূর্তের মধ্যে আমাকে পুলিশ দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। কারণ আমি এর প্রতিবাদ করছি। যেখানেই যাচ্ছি হাজারে হাজারে মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে এতে আমি ভীত নই। নিরাপত্তাহীনতাও ভুগছি না। কারণ আমি একজন সন্ন্যাসী।" যদিও কোথাও একবারের জন্য কার্তিক মহারাজের নাম নেননি মমতা।

বৃষ্টি হওয়া, গরম জানান দেবে সপ্তাহ শেষে

গত সপ্তাহটা স্বস্তিতেই কেটেছে। সপ্তাহের মাঝে একাধিকবার বৃষ্টিপাত হয়েছে, সঙ্গে বয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। তাপমাত্রাও কমেছিল অনেকটাই। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে ফের তাপমাত্রার বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে আবহাওয়া হবে শুষ্ক।

মঙ্গলবার, গোটা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দু-এক জায়গাতেও হবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী ৭ তারিখ, বুধবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ৮ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে।

সব জেলাতেই হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

আগামিকাল ৬ তারিখ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া প্রতি ঘন্টায় এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, সপ্তাহের শেষে অস্বস্তিকর গরম বাড়বে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

দেশ বিদেশ

দেশ ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী বুঝে গেলে ‘বিদেশ’ শব্দটাকে ঠিক তার বিপরীতে চিহ্নিত করতে সুবিধে হয়। আর শব্দের অর্থের যেহেতু সামাজিক- রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটে; এই বিষয় নিয়ে শব্দার্থতত্ত্ব নামের একটি আস্ত শাখাও আছে; তাই আজ আমরা দেশ বলতে যে স্থানিক ও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড বোঝাই, আদপে এই বিবেচনায় আসতে আমাদের কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। ‘দেশ’ শব্দটার সঙ্গে ‘দিশ’ বা ‘দিক’ শব্দের একটা যোগ আছে (‘দশদিশি’ কথাটা আমরা ব্যবহার করি, দশদিক বোঝাতে); দিক দ্বারা নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড, তাই হয়তো দেশ। স্বাধীনতা পাওয়ার আগে লাহোর বা ফরিদপুর ছিল আমাদের দেশের মধ্যেই, আজ আর নয়, ওটা অন্য দেশ। এমনকি এইভাবে ঢাকা আর করাচি যে একই দেশের অধীন ছিল, তাও একদিন আলাদা আলাদা দেশের আওতায় চলে এল। মাত্র তিরিশ বছর আগে মস্কো আর কিয়েভ একই দেশের অন্তর্গত ছিল, এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। আমাদের এশিয়া মহাদেশেই কোরিয়ার যুদ্ধ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে দুটি আলাদা দেশে টুকরো করে দিয়েছে। চিন এখনও মনে করে তিব্বত তাদেরই দেশ, তিব্বত আবার তা মনে করে না; কে কার দেশ ঠিক করবে? এই ভাঙাচোড়ার ইতিহাস আজকের নয়।

ভারতবর্ষ নামের এই দেশটার অখণ্ড সত্তার চেতনাটাই এসেছে উপনিবেশের শাসনের আমলে। জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেমের বিষয়ে সোচ্চার হতে গেলে আগে তো দেশের আয়তন চাই; কোন দেশের শৃঙ্খল মোচন করব? কতটুকু পরিসরে করব? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তো শোনা যেত সূর্য অস্ত যায় না; তাহলে কি সুদূর বার্মা বা আর্জেন্টিনার জন্যও লেখা হবে আমাদের ‘দেশ’ প্রেমের মন্ত্র? আমাদের দেশের এই জাতীয়তাবাদের জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। সেই কারণেই একটা সময় রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বিষয়ে ‘অভিযোগ’ করা হত, তাদের লেখায় বা ভাবনায় নাকি তেমন ‘দেশপ্রেম’ নেই, কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধতা তেমন করেননি। বিদ্যাসাগর কেন ‘সিপাহি বিদ্রোহ’কে পছন্দ করেননি, সেই ‘অপরাধে’ বারবার তাঁর মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল একসময়। যদিও এসব যুক্তি ও বিচারবোধ নিতান্তই ছেলেমানুষি এবং ইতিহাসবিরোধী। ১৮৪৮ সনের আগে সারা দুনিয়াতে কোথাও জাতীয়তাবাদ শব্দের কোনও ব্যঞ্জনাই ছিল না।

আজকের দিন

৭ মে- নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৮০৮ - স্পেনের জনগণ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

১৮৩২ - গ্রিসকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করা হয়।

১৯১৫ - প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা আমেরিকায় ক্ষ্মলুসিতানিয়াক্ষ্ম জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

১৯২৩ - অমৃতরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু।

১৯২৯ - লাহোরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু হতাহত হয়।

১৯৪৫ - মিত্রশক্তির কাছে জার্মানি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৮ - জাতিসংঘের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৪ - দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের ফলে ভিয়েতনাম ফরাসি শাসন থেকে মুক্ত হয়।

১৯৫৪ - বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান গণপরিষদ।

জ্ঞানবৃক্ষ

আপনি বড়ো

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড়ো হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্যবশত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহংকারের ধর্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটকে রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহংকারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মধ্যে রোধ করিয়া থাকিলে মহৎ ধৈর্যজনিত একপ্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহংকারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে শোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া ণ্ডায়গ্ন না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে একপ্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহংকার যাহাদের হৃদয়বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে একপ্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখাসকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য তাহাদের সৌন্দর্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুৎসিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাহারা বার্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনোকালে বার্ধ্যকের পরিণত গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছে, কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহংকার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাঙিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহংকার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। (রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায়?

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশের সামান্য উন্নতি হলেও অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’ কিংবা ‘সাংবাদিকতার জন্য মুক্ত পরিবেশ’ কতটা নিশ্চিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (পরবর্তীতে সাইবার নিরাপত্তা আইন) মাধ্যমে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের অনেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন ওই আইনটির প্রয়োগ খুব একটা দেখা না গেলেও গত এক বছরে আড়াইশর বেশি সাংবাদিককে হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে যা দেশের ইতিহাসেই নতুন ধারণা বলে অনেকে মনে করেন।

পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে পত্রিকা অফিস ঘেরাও, গণহারে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মীর চাকরি হারানোর পর একজন উপদেষ্টাকে ‘প্রশ্ন করার অপরাধে চাকরি’ হারানোর ঘটনা ব্যাপক আলোচনায় এসেছে।

যদিও সরকারের দিক থেকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে শুক্রবার বলেছেন, “সাংবাদিকতার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর আসেনি।” “বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে যারা জার্নালিজম করছেন, এর চেয়ে বেটার টাইম আর আসেনি। আমরা কারও মুখ বন্ধ করছি না, কারও কলম ভেঙে ফেলছি না, কারও প্রিন্টিং প্রেসে গিয়ে সিলগালা করছি না। আমরা সবাইকে বলছি আপনারা জার্নালিজম করেন,” বলেছেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন যে, তারা (সরকার) কোনো সাংবাদিকের চাকরি খাচ্ছেন না, চাকরি দিচ্ছেনও না। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক সাইফুল আলম চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলছেন, দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষ্মঅটোক্রেসির হাত থেকে এসে মবোক্রেসির দৌরাত্ম্যে পড়েছে।” আগে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতো, এখন মব তৈরি করে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। মবের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সরকার সেটি দেখেও না দেখার ভান করছে,” বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।বর্তমান সরকারের সময়ে গঠিত গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ বলছেন, আগে বার্তা কক্ষের লোকজন টেলিফোন পেতেন, তাদের ডেকে নেয়া হতো কিংবা কোন সংবাদের কী শিরোনাম হবে তা বলে দেয়া হতো।

তিনি বলেন, ক্ষ্মএখন আর সেটি হয় না বলেই আমরা জানি। এটাই পার্থক্য। কিন্তু এখন অনলাইনে কোনো কোনো গোষ্ঠী কিংবা জুলাই বিপ্লবের চেতনার কথা বলে কেউ কেউ পত্রিকা বা টেলিভিশনকে লক্ষ্য করে কথা বলে। ফলে ওই পত্রিকা বা টেলিভিশনে মবের আশঙ্কা তৈরি হয় এবং সেই আশঙ্কা থেকে সেলফ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি চলে আসছে।”

এই শঙ্কা বা আশঙ্কা এখনো থাকা দুঃখজনক। এর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সাহসী হতে হবে এবং সরকারকেও এগুলো বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) শুক্রবার তাদের যে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স প্রকাশ করেছে, তাতে গত বছরের চেয়ে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ এগিয়েছে।

২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ওই সূচকে ১৬৫ তম, যা এবার ১৪৯তম। এর আগে এই সূচকে ২০২৩ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৩তম। ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এবারের সূচকে বাংলাদেশ সামান্য এগিয়ে আছে। সূচকে ভারতের অবস্থান ১৫১তম, আর পাকিস্তানের

অবস্থান ১৫৮। ২০২৪ সালে ভারতের অবস্থান ছিল ১৫৯তম; তার মানে দেশটির অবস্থার অবনতির চিত্রই ফুটে উঠেছে এবারের প্রতিবেদনে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভুটান ও আফগানিস্তানের চেয়েও ভালো করেছে বাংলাদেশ। আরএসএফ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর সরকার গণমাধ্যমকে ‘কমিউনিকেশন টুল’ হিসেবে বিবেচনা করেছিলো এবং শেখ হাসিনার সরকারগুলোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে সেন্সরশিপ, সাইবার হয়রানি, কালাকানুন, পুলিশি সহিংসতা এবং সরকার দলীয়দের হামলার ঘটনা ঘটেছে। শেখ হাসিনার সরকার ক্রমাগতভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করেছে। ফলে গণমাধ্যমগুলো সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত থেকে ‘সেলফ সেন্সরশিপ’ শুরু করে।

সর্বশেষ নির্বাচনের আগে সাংবাদিকদের জন্য ‘বিশ্বের অন্যতম কালো আইন’ হিসেবে বিবেচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের জায়গায় সাইবার নিরাপত্তা আইন নিয়ে এসেছিলো শেখ হাসিনার সরকার। এ আইনে তল্লাশি ও ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটক ও উপকরণ জব্দের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। ফলে নিউজরুম এডিটররা নিজেরাই নিয়মিত সেন্সর শুরু করে।

এছাড়া বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমের মালিকানায় বড় ব্যবসায়ীরা এসেছেন সাম্প্রতিক বছরগুলোয়। তারা প্রভাব বিস্তার ও মুনাফার জন্য এগুলো ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।আবার অনেক সংবাদপত্র এখনো সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল।

আরএসএফ এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সংবিধানেই রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ইসলামকে। গত এক দশকে উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা দেখা গেছে, যার মাধ্যমে সাংবাদিক হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। মূল ধারার গণমাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ইস্যুগুলোতে যথাযথ নজর দেয়নি।রাজনৈতিক কর্মীদের হামলা, জিহাদি বা সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে খুন, সব মিলিয়ে শেখ হাসিনার সময়ে বাংলাদেশি সাংবাদিকরা ছিলেন ঝুঁকির মধ্যে।

শেখ হাসিনা পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থায় ১৩০ জনের বেশি সাংবাদিককে ‘খুন’ ও ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে’র অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে।অনেকে অনলাইনে ‘বিদ্বেষমূলক’ প্রচারণা ও হয়রানির সংস্কৃতির শিকার হচ্ছেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। শেখ হাসিনার পতনের পরে যে আড়াইশর মতো সাংবাদিককে বিভিন্ন হত্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে, তাদের একজন ঢাকার একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক শাহনাজ শারমীন। ৫ই অগাস্ট বঙ্গভবনের সামনে আমি লাইভ করছিলাম। সেদিনই ঢাকার আরেক প্রান্তে হওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ের করার মামলায় আমার নাম দেয়া হয়েছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে আরো অনেক সাংবাদিক একই ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

পাঁচই অগাস্টের পর বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছিলো। সাংবাদিকের ওপর একের পর এক হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে বিবৃতি দিয়েছিলো আরএসএফ।

তখন সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ডেস্কের প্রধান সিলিয়া মার্শিয়ে বলেছিলেন, বিগত কয়েক দিনে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর একের পর এক গুরুতর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা দেশটিতে উদ্বেগজনকভাবে গণমাধ্যমের ওপর সহিংসতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর উন্নতির আশা করা হলেও সাংবাদিকেরা অরক্ষিত রয়ে গেছেন।”

এরপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে হত্যাসহ বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় আসামি করা হয়েছে ১৩০ জনের বেশি সাংবাদিককে। এদের মধ্যে অনেককে আবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথেও আসামি করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ঢাকাসহ অন্তত পনের জেলায় হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের মামলায় আসামি করা হয়েছে আড়াইশোর বেশি সাংবাদিককে। সম্প্রতি গত ২০শে এপ্রিল মিরপুর থানার এক হত্যা মামলায় নাম দেয়া হয়েছে ২৪ জন সাংবাদিকের। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে ৩৩ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দুটি মামলা, বগুড়ায় ২২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আটটি মামলা এবং রাজশাহীতে ১৪ জনের বিরুদ্ধে তিনটির মামলার খবর এসেছে সংবাদ মাধ্যমে।

নানা ধরনের মামলা ও হামলার ঘটনা ছাড়াও গণমাধ্যমকেন্দ্রিক বড় আরেকটি ঘটনা হলো গণহারে সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করে দেয়া, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক)-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ১০২ টি সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

গত বছর নভেম্বরে প্রথমে তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলো সম্পাদক পরিষদ। একে ‘সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতে অন্তরায়’ বলে উল্লেখ করেছিলো সংগঠনটি। কিন্তু তারপরেই ডিসেম্বরে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিকদের অনুকূলে ইস্যু করা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ বাতিল ঘোষণা করে।

তখন সমালোচনার মুখে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, সাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত অস্থায়ী অ্যাক্সেস কার্ড পাবেন। ডিসেম্বরে সময় টেলিভিশনে কর্মরত পাঁচ গণমাধ্যমকর্মীর একসঙ্গে চাকরি যাওয়ার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। যদিও ওই নেতা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। চাকরিচ্যুত পাঁচজন টেলিভিশন চ্যানেলটির বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে ছিলেন।

এর আগে নভেম্বরে ঢাকায় প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও গরু জবাইয়ের কর্মসূচি দেয় একটি গোষ্ঠী, যা ঢাকার গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে আতঙ্ক তৈরি করে। প্রথম আলোর রাজশাহী অফিসে হামলার ঘটনাও ঘটে। এরপর ২৬শে নভেম্বর এক বিবৃতিতে গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে ‘মব জাস্টিস’ (দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা) কঠোর হাতে দমন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় সম্পাদক পরিষদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী বলছেন, আগে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ হতো গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে, আর এখন মবসন্ত্রাসের ভয় দেখানো হচ্ছে। আগে ফোন কল করে, চায়ের দাওয়াত দিয়ে ডেকে নিয়ে কিংবা বিজ্ঞাপন বন্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু এখন মবের মাধ্যমে ভয় দেখানো হয়। ফলে নিজস্ব কিংবা স্বাধীনভাবে কাজ করার বাস্তবতা বাংলাদেশে নেই। ফলে জনস্বার্থে সাংবাদিকতার বদলে এখন চলছে স্ট্যাটাস বেইজড সাংবাদিকতা, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। (*বিবিসি*)

একটা যুদ্ধের অপেক্ষায় প্রহর গুনে চলেছি আমরা...

অভিজিৎ বসু

মাঝে-মাঝে মনে হয়, যুদ্ধ হলেই ভালো হয় বেশ। যুদ্ধটা যদি সত্যিই বেঁধে যায় তাহলে আর মন্দ কী। বেশ দেশ জুড়ে যুদ্ধ যুদ্ধ বারুদের গন্ধ নাকে লাগবে। এদিকে ওদিকে ফিসফিস, গুজগুজ আওয়াজ শুরু হবে। হাল্লা রাজার মতো দিনভর চেঁচিয়ে উঠি আমরা, যুদ্ধ আর যুদ্ধ বলে। সত্যিই সেই ঘুম ভেঙে উঠে যুদ্ধ। সেই ঘুমোতে যাওয়ার সময় যুদ্ধ। শুধুই সেই কানে বাজছে যুদ্ধের দামামা আর রণডঙ্কা। কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ? হিন্দুর সাথে মুসলমানের যুদ্ধ? রাজার সাথে ফকিরের যুদ্ধ? এক অখণ্ড দেশকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সেই ভাঙা পড়শী দেশের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ?

রোজ যুদ্ধের জিগির। আবার সেই গলা তাক করা আঁশবঁটি এগিয়ে আসছে, যুদ্ধ একটা যেনো বাধবেই।

কিন্তু আমাদের তো কত যুদ্ধ ছিল। কী মিষ্টি সব যুদ্ধ! বাঁশের ধনুক, পাটকাঠির তির, সেই গুলতি হাতে চোখ পাকিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া। আমার বন্ধুর ছোড়া তির আমার বুকে এসে লাগল। আমি দূর আকাশের বলাকার মতো তিরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তাম। কিন্তু কিছুতেই চোখ খুলে তাকাতাম না। মিনিট খানেক পরে বন্ধু বলত, ‘কী রে ওঠ, আর কতক্ষণ মরে পরে থাকবি। ভাল্লাগে না।’ যুদ্ধ শেষে সাদা গেঞ্জি উড়িয়ে বলতাম, শান্তি শান্তি। পাশের বাড়ির সাদা পায়রা উড়ে যেত। আকাশে বিস্তর ফস্টিনস্টি করে সে লটকে আনতে আর একটা পায়রা। লটকে আনত মানে ফুঁসলে আনত। নীল আকাশে পায়রার ছলাকলা, সোহাগ, ইশারা...কত যে যুদ্ধ ছিল সেই নীল আকাশে সেই ছোটো বেলায় আমাদের। সেই সব আমের মুকুলের গন্ধমাখা উতল যুদ্ধ যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে! আসলে এই সব ছোটবেলার কচি আমের বউলের গন্ধ মাখা মিস্টি যুদ্ধের সাক্ষী ছিল আমাদের শৈশব। যে যুদ্ধ আমাদের

সবার প্রিয় ছিল সেই সময়ে। কিন্তু আজ যেন সত্যিই সেই ছোটবেলার যুদ্ধ কোথায় যে হারিয়ে গেলো কে জানে। আসলে এখন যে দিন বদলে গেছে অনেক। হারিয়ে ফেলেছি আমাদের সেই তির মাখা যুদ্ধের খেলা আকাশপানে এখন শুধুই অন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি আর হিসেব কষা। তাল ঠুকছে এক দেশ অন্য দেশকে হুমকি দিচ্ছে। আর তার মাঝে মনের মাঝে সেই বিখ্যাত গান, যখন তুমি আমায় পাগল বলো, ধন্য যে হয় সে পাগলামি ....

সত্যিই সেই শৈশব কেটে কৈশোর, কাঁচা বয়সের পাগলামি। ভালোবাসার বান ডাকা আমুদে জীবন। যে জীবনেও যুদ্ধ ছিল সেই গভীর গোপন ভালোবাসার মানুষের কঠিন মনকে জেতার একটা যুদ্ধ। যে যুদ্ধ নিয়ে ভয় আতংক গ্রাস করেনি কখনও কোনোও সময়। যে যুদ্ধে হার বা জিত যাই হোক এমন করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু হয়নি। তাল ঠুকে বলতে হয়নি যে যুদ্ধ আমাদের সবার প্রিয়। সেই আমলে হেমন্ত আর মান্নার যুদ্ধ ছিল। সেই দাদরা না কাহারবা সেটা নিয়ে যুদ্ধ ছিল। সেই মোহনবাগানি বন্ধুর সাথে ইস্টবেঙ্গল এর যুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সব যুদ্ধের মাঝে ভেতো বাঙালি সেই অম্বল আর বুক জ্বালাকে সঙ্গে করে কবে আর যুদ্ধের জন্য কামান ধরেছে? তবু যুদ্ধ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাস্তায় কত আলোচনা। ট্রেনে, বাসে কোলকাতায় ট্রাম তো নেই প্রায় সব জায়গায় যুদ্ধের আলোচনা। কত গোল দেওয়া যায় তার হিসাব কষা। এই পক্ষের সমরাস্ত্র আর ওই পক্ষের কত তার পাল্টা আছে সেটাই দেখার বিষয় ঠিক যেনো মোহনবাগানের সুব্রত আর ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন এর বল নিয়ে যুদ্ধ। ঠিক যেনো সেই সুনীল গাভাস্কার আর ডেনিস লিলির ব্যাট আর বলের যুদ্ধ। সেই পুরোনো দিনের পুরোনো আমলের মিষ্টি মধুর যুদ্ধ প্রাণঘাতী যুদ্ধ নয়।

আসলে আমরা বোধহয় সত্যিই খুব ভীরু তাই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বলে উত্তেজিত হলেও সত্যি যুদ্ধ নিয়ে বেশ একটু ভয়েই থাকি। ঘরে যুদ্ধ, অফিস কাছারিতে যুদ্ধ, নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ, মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার যুদ্ধ। সারাটা জীবন ভোর যুদ্ধ। তার মাঝে আবার একটা নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলে কি যে হবে কে জানে। আর সত্যিই যুদ্ধ শুরু হলে কি করতে হবে তার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে এর মধ্যে কেন্দ্র সরকার। চারিদিকে মক ড্রিলের আয়োজন আর প্রস্তুতি।

এই সবের মাঝেই কেমন বাতাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগমনী বার্তা। শিউলি ফুলের সময় নয় এখন বেল আর জুঁই এর ম ম গন্ধ। তবু এইসবের মাঝে পড়শী দেশের মানুষকে শিক্ষা দিতেই কত কিছুই না হচ্ছে। সেই বিপরীত মেরুর দুই রাজনীতির দল এই বিষয়ে একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে বলছে এই ইস্যুতে কোনোও রকম রাজনীতি নয়। দেশের স্বার্থ রক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসকে পাশে পেয়ে গেছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি।

যে বিজেপির কর্মকাণ্ড নিয়ে সদা সমালোচনায় মুখর হয় এই দুই দল তারাই আজ এই পহেলগাঁও এর ঘটনার পর কেমন বদলে গেছে। সত্যিই এটা বেশ ভালো ব্যাপার। দেশ, দেশের স্বার্থ আর দেশের নিরাপত্তা তাহলে অন্য সব গঠন মূলক কাজেও কেনো যে সরকারের পাশে দাঁড়ায় না বিরোধীরা কে জানে? আসলে কী এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, হুঙ্কার, মক ড্রিল, নানা আয়োজন সত্যিই কি বিজয়কেতন উড়িয়ে দেবার জন্য নাকি অন্যকিছু সেটা হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে কিছুদিন পর। তবু এই যুদ্ধ, এই মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়ে পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেওয়া। শান্তির এই বাসভূমি পৃথিবীতে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের ক্ষমতা জহির করা। জানিনা আজকাল তো আর সেই কামান এর যুদ্ধ নয়।

চিঠিপত্র

ধর্মীয় বিশ্বাস

‘বিরোধ নয়, সহমর্মিতা’ (২৪-৩) শীর্ষক শ্রীমন্তী রায়ের প্রবন্ধটি যুক্তিসঙ্গত। ভারত এক সময় ছিল সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ। এই দেশেই সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ-সহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করার আগেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় আচার-আচরণ, ধর্মীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। ভারতের মানুষের মন থেকে এই ধর্মীয় বিশ্বাস মুছে ফেলা সহজ নয়। আমরা যতই মুখে সেকুলারিজম, কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, মানুষের মন থেকে ধর্মের চিন্তাচেতনা, ধর্মবোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয়। যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা, ভারতীয় বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা, আধুনিক বিজ্ঞান যতই যুক্তিবাদ তুলে ধরুক না কেন, আমাদের পূর্বসূরিরা যে পথ অনুসরণ করে গিয়েছেন, জন্মলগ্ন থেকে তা মানুষের মধ্যে যে ভাবে গেঁথে গিয়েছে, সেই ধর্মান্ধতা সম্পূর্ণ পরিহার করতে গেলে বা তার বিরোধিতা করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মানুষের ধর্মীয় আবেগ এবং বিশ্বাসকে আঘাত করা ঠিক নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্বে জল-হাওয়ার মতো মিশে আছে।

স্বপন আদিত্য কুমার বিশ্বাস
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

যে যার পথে

ধর্ম ধর্মের পথে চলুক, রাজনীতি রাজনীতির পথে। এই তো কিছু দিন আগে দেখা গেল এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে ফেললেন। সেখানে অনেক মানুষের মৃত্যু দেখেও পুণ্যার্থীরা কেউই যাত্রা ভঙ্গ করেননি। সুতরাং, মানুষের এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতেই হবে। তবে এ কথা ঠিক, ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠা ঠিক নয়। সেটা হিন্দু ধর্ম হোক বা সংখ্যালঘুর ধর্মই হোক। প্রবন্ধকার শেষে সুন্দর একটি কথা উল্লেখ করেছেন; কুম্ভকে যাঁরা রাজনীতির মেলায় পরিণত করলেন, আর শত কষ্ট সয়েও সেই কুম্ভে যাঁরা স্নান করতে গেলেন, দুই দলকে আলাদা ভাবে দেখতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের বাদ দিলে ভারত নামক দেশটিই হয় না।

সনাতন ঘোষ, মাহেশ, হুগলি

মানুষে ভরসা

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধর্ম আর ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস, মানুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতীয়মান। সেই বিশ্বাসের তীব্রতা প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ স্নানে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীমন্তী রায়ের প্রবন্ধ ‘বিরোধ নয়, সহমর্মিতা’ সেই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিবর্তনের পথ ধরে ধর্ম আর ধর্মীয় নানা সংস্কৃতি আজ সমাজের স্তরে স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারই চরমতম প্রকাশ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ স্নান। এর মাহাত্ম্য নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু বিশাল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতা বলে তাঁদের বিশ্বাসকে লঘু করে দেওয়া যাবে না। চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের এই বিশাল জমায়েতের পিছনে বিজেপির হিন্দু মেরুকরণের রাজনীতি ছিল, প্রশ্নাতীত ভাবে তা সত্য। কিন্তু ধর্মের ফাঁদ পাতা কারবারিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী মানুষের বিশ্বাসকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। ভাবা দরকার এই মানুষদের জন্যই লোকসভায় বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। রামমন্দির নির্মাণের পরও লোকসভা নির্বাচনে ফৈজাবাদে বিজেপি জয়ী হতে পারেনি।

সারনাথ হাজরা, হাওড়া

ভক্তিতন্ত্র

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম ভারতের প্রধান চালিকাশক্তি। ভারতীয় দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে ধর্ম, বা বলা যায় ধর্মীয় আচার, যাকে আমরা সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে জানি ও মানি। সব যে আমরা বুঝে করি তা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের মধ্যেই আচার-অনুষ্ঠানের ধারা বয়ে চলেছে যাকে ধর্ম হিসেবে আমরা অনুসরণ করি। প্রবন্ধকার সঠিক ভাবেই বলেছেন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষ এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে নিয়ে যান। প্রতিটি পরিবারে ‘দেখেছি’ ও ‘শুনেছি’র মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে প্রশ্নাতীত আনুগত্য। একে বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদ দিয়ে আঘাত করে কোনও সদর্থক ফলের আশা করা যাবে না। যে কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হল বিজ্ঞানের প্রাথমিক শর্ত। মুশকিল হল রাজনীতিবিদ তথা রাষ্ট্র যেখানে নিজেই বিজ্ঞান ও যুক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে, সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে ভক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়, সেখানে লড়াই খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ধর্মকে হাতিয়ার করে শাসনতন্ত্র দখল করা এবং দৈনন্দিন সমস্যা থেকে সাধারণের চোখ ও মস্তিষ্ককে দূরে সরিয়ে রাখা অসৎ রাজনীতিবিদদের অতি প্রাচীন ও কার্যকর উপায়।

সুরজিৎ কুন্ডু, উত্তরপাড়া, হুগলি

ওপেন এআই-এর লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরের পরিকল্পনা বাতিল

সমালোচনার চাপে পড়ে Open AI তাদের লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরের বিতর্কিত পরিকল্পনা বাতিল করেছে। সংস্থার CEO স্যাম অল্টম্যান জানিয়েছেন, OpenAI আগের মতোই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। Open AI-র ব্লগে প্রকাশিত এক সরকারি ঘোষণায় অল্টম্যান লেখেন, আমরা অলাভজনক বোর্ডের হাতেই নিয়ন্ত্রণ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ বিভিন্ন নাগরিক নেতার মতামত এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও ডেলাওয়্যারের অ্যাটর্নি জেনারেলদের অফিসের সঙ্গে আলোচনার পর আমরা এটা অনুধাবন করি।

Open AI শুরুতে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কাজ শুরু করেছিল। তবে ২০২৩ সালের নভেম্বরে অল্টম্যানের অল্প সময়ের জন্য বিতর্কিতভাবে অপসারণের পর থেকে তিনি সংস্থার কাঠামোতে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন;যা সিলিকন ভ্যালিতে আলোড়ন তোলে। OpenAI-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং Tesla-র CEO ইলন মাস্ক আগেও সংস্থাটির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এমনকি সংস্থাটির এই রূপান্তর পরিকল্পনা থামাতে মামলা দায়ের করেন। তার অভিযোগ ছিল, অল্টম্যান সংস্থার মানবকল্যাণমূলক মূল মিশন উপেক্ষা করে ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। বর্তমানে মাস্ক নিজেই একটি AI সংস্থা xAI পরিচালনা করছেন।

গত ডিসেম্বর মাসে অল্টম্যান ঘোষণা দেন, OpenAI-কে একটি "Public Benefit Corporation" বা জনসাধারণের উপকারে নিবেদিত সংস্থায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সময় এই ঘোষণা ঘিরে উদ্বেগ দেখা দেয়; OpenAI-র অলাভজনক অংশ যথেষ্ট অর্থ পাবে কি না এবং এতে কর্পোরেট প্রভাব কতটা বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে সর্বশেষ গভার্নেন্স পরিকল্পনা ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, অলাভজনক সংস্থাটিই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং PBC-র একটি বড় অংশীদার হবে, যাতে করে সমাজের উপকারে আরও বেশি কার্যকরভাবে কাজ করা যায়।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে OpenAI প্রথমবারের মতো তার

অনুযায়ী, OpenAI-র মূল অলাভজনক প্রতিষ্ঠানই পাবলিক বেনিফিট কর্পোরেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে এবং বড় শেয়ারহোল্ডার হিসেবেও থাকবে। মূল ব্যবসাকে একটি লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরের পরিকল্পনা সামনে আনে;যা অলাভজনক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে OpenAI বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত এবং তার কাঠামো প্রচলিত কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। ওই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে অল্টম্যান প্রথমবারের মতো শেয়ার পেতেন; প্রায় ৭ শতাংশ; যা পূর্বেকার মানবকল্যাণমুখী অবস্থান থেকে বড় এক পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হত।

তবে OpenAI-র এই নতুন কাঠামোগত পরিকল্পনা সমালোচকদের;বিশেষত বিনিয়োগকারীদের;সন্তুষ্ট করতে পারবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। মার্চ মাসে, জাপানি বহুজাতিক সংস্থা সফটব্যাংক OpenAI-তে ৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে, যার মধ্যে ৩০ বিলিয়ন সরাসরি ছিল। তবে এই অর্থসাহায্য শর্তসাপেক্ষ ছিল; OpenAI যদি ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ লাভজনক সংস্থায় রূপান্তর না ঘটায়, তাহলে সফটব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ ২০ বিলিয়ন ডলার কমিয়ে দেবে।

আপনিও হয়ে উঠতে পারেন রোজগেরে কনটেন্ট ক্রিয়েটর !

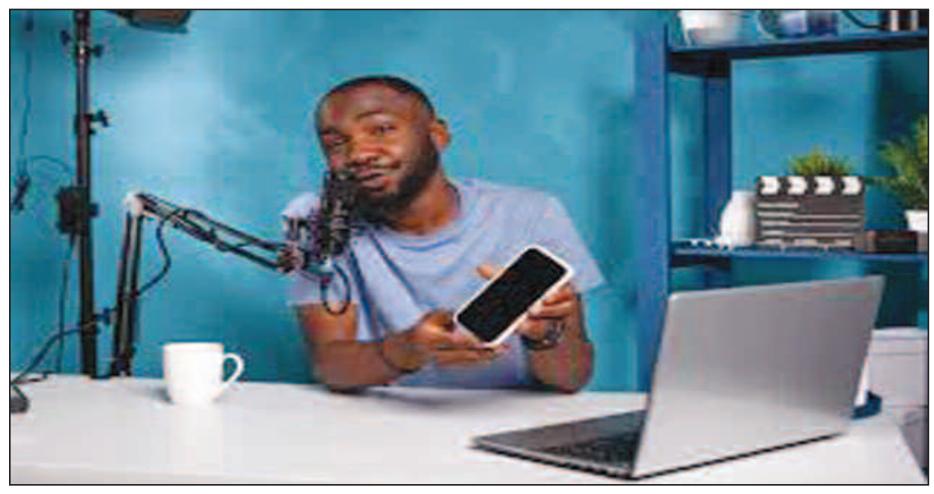

আজকের ডিজিটাল দুনিয়ায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর মানেই শুধু ভিডিও বানানো নয়; এটা হতে পারে লেখা, ছবি, অডিও, কিংবা লাইভ শো তৈরি করা। সঠিক পরিকল্পনা আর কিছু সহজ স্টেপ অনুসরণ করলে আপনিও হতে পারেন একজন সফল ও রোজগেরে কনটেন্ট নির্মাতা।কনটেন্ট ক্রিয়েটর হতে যা প্রয়োজন

১. নির্দিষ্ট একটি বিষয় বেছে নিন

(Niche), যেমন
ভ্রমণ (Travel),
রাঁধুনিবান্না (Cooking),
প্রযুক্তি (Tech),
শিক্ষা (Educational Content)
বিনোদন (Comedy–log– Music)

২. একটি প্ল্যাটফর্ম ঠিক করুন

ইউটিউব (YouTube),
ফেসবুক (Facebook)
ইনস্টাগ্রাম (Instagram Reels)
টিকটক (TikTok),
ব্লগ (Blogging),
পডকাস্ট (Podcast),

৩. গুনগত মানসম্পন্ন কনটেন্ট তৈরি করুন

ভালো আলো ও শব্দ ব্যবহার করুন
কনটেন্ট সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় করুন
নিয়মিত পোস্ট করুন

৪. AI টুল ব্যবহার করুন

স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য ChatGPT
ভিডিও এডিটিং Cap Cut– InShot
থাম্বনেইল ডিজাইন Canva
ভয়েসওভার বা ট্রান্সলেশনেও AI অনেক সাহায্য করতে পারে

৫. অর্থ উপার্জনের পথ

ইউটিউব মনেটাইজেশন
ব্র্যান্ড স্পনসরশিপ
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং
নিজের ডিজিটাল পণ্য বিক্রি (ই-বুক, কোর্স ইত্যাদি)

কিছু টিপস হিসেবে বলা যায় নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলুন। ট্রেন্ডে থাকুন, তবে অন্ধভাবে নয়। ফলোয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকুন, কমেন্টের উত্তর দিন। হাল ছাড়বেন না; সাফল্য আসবেই!

ভারতে আসছে গেমারদের জন্য আধুনিক ফোন

সম্প্রতি চিনে আত্মপ্রকাশ করার পর, Realme তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে ফোনটি খুব শীঘ্রই ভারতে আসতে চলেছে। যদিও, এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে Realme GT 7 ভারতীয় বাজারে লঞ্চের তারিখ বা দাম ঘোষণা হয়নি, তবে ইতিমধ্যেই এই ফোনসংক্রান্ত অনেক তথ্য সামনে এসেছে।

এই ফোনটি মূলত গেমারদের লক্ষ্য করেই ডিজাইন করা হয়েছে। জেনে নিন কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে এতে-

১. ছ'ঘণ্টা স্থায়ী 120 FPS গেমিং

Realme GT 7 গেমিং পারফরম্যান্সে দারুণ গুরুত্ব দিয়েছে। কোম্পানির দাবি অনুযায়ী, এই ডিভাইস BGMI-তে টানা ছ'ঘণ্টা ধরে ১২০ FPS-এ গেম খেলার ক্ষেত্রে আপনার ভরসাযোগ্য সঙ্গী। Krafton (BGMI-র নির্মাতা)-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই ফোনটি টেস্ট করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীরা পেতে পারেন অপ্টিমাইজড গেমিং এক্সপিরিয়েন্স।

২. মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৯৪০০+ প্রসেসর

চিনে যেভাবে ফোনটি লঞ্চ হয়েছে, তাতে ধরে নেওয়া যেতে পারে ভারতে GT 7-এ থাকছে অত্যাধুনিক ৩এনএম প্রযুক্তিতে নির্মিত মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৯৪০০+ চিপসেট। এর সঙ্গে থাকবে সর্বোচ্চ ১৬ জিবি র‍্যাম এবং ১ টিবি পর্যন্ত ইউএফএস ৪.০ স্টোরেজ। ফলে, মাল্টিটাস্কিং হবে দারুণ এবং টপ-লেভেল গেমিং পারফরম্যান্সও পাওয়া যাবে।

৩. থাকবে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট OLED ডিসপ্লে

Realme GT 7-এ একটি ৬.৭৮ ইঞ্চির ফ্ল্যাট OLED স্ক্রিন থাকবে বলে জানা যাচ্ছে, যার রেজোলিউশন ১.৫কে এবং রিফ্রেশ রেট ১৪৪Hz। দ্রুত রেসপন্স এই ফোনের বিশেষত্ব, যা গেমারদের কথা মাথায় রেখেই বানানো হয়েছে।

৪. বড় ব্যাটারি ও দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা

এই ফোনে থাকতে পারে দারুণ ব্যাটারি ব্যাকআপ, যা ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে। Realme GT 7-এর ডিজাইন হবে স্লিম এবং লাইটওয়েটও হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫. সম্ভাব্য দাম ও ভার্সন

চিনের দাম অনুযায়ী, GT 7-এর বেস ভ্যারিয়েন্ট (১২জিবি র‍্যাম+২৫৬জিবি স্টোরেজ) এর দাম শুরু হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০, ৪০০ টাকা। টপ ভ্যারিয়েন্ট (১৬জিবি র‍্যাম+১টিবি স্টোরেজ) এর দাম প্রায় ৪৪,৪০০ টাকা।

ভারতে অবশ্য ফোনটি দু'টি বা তিনটি ভ্যারিয়েন্টেই আসতে পারে, কারণ GT 6 তিনটি অপশনেই এসেছিল ৮ জিবি+ ২৫৬ জিবি, ১২ জিবি+ ২৫৬ জিবি এবং ১৬ জিবি + ৫১২ জিবি।

GT 6-এর দাম ছিল ৩৬,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে এবং GT 7 Pro ভারতে শুরু হয়েছে ৫৪, ৯৯৯ টাকা থেকে। তাই অনুমান করা যাচ্ছে GT 7-এর দাম পড়বে ৪০, ০০০ থেকে ৪৫,০০০ টাকার মধ্যেই।

অনুমান করা হচ্ছে, ফোনটি মে মাসেই ভারতে লঞ্চ হতে পারে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এসব তথ্য এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি।

এবার সিনেমা ও টেলিভিশন প্রযোজনায় গুগল

AI এবং স্প্যাটিয়াল কম্পিউটিং প্রচারে ফিল্ম প্রজেক্টে সহ-প্রযোজক হিসেবে কাজ করবে গুগল। গুগল তাদের নতুন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রযোজনা উদ্যোগ "100 Zeros" চালু করেছে, যা একটি বহু-বছরের অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প হিসেবে Range Media Partners-এর সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গুগল এমন প্রজেক্টে বিনিয়োগ বা সহ-প্রযোজনার সুযোগ খুঁজছে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের AI এবং স্প্যাটিয়াল কম্পিউটিং টুলগুলোর ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়।

Business Insider-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ গুগলকে এমন একটি ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে দিতে পারে, যা বর্তমানে উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও বিদেশি ছবির উপর সম্ভাব্য মার্কিন শুল্কের হুমকিতে ধুঁকছে।

"100 Zeros" ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া স্বাধীন হরর ফিল্ম "Cuckoo"-র মার্কেটিংয়ে সহায়তা করেছে এবং এর প্রযোজকদের তালিকাতেও নাম রয়েছে। lphabet-এর মালিকানাধীন গুগল এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তব এবং ভার্চুয়াল জগতকে একত্রিত করার নতুন প্রযুক্তি; যেমন AI ও স্প্যাটিয়াল কম্পিউটিং ; বাজারজাত করতে চাইছে।

এছাড়াও, গুগল ও Range Media Partners-র মধ্যে পূর্বেই একটি অংশীদারিত্ব স্থাপন হয়েছে, করবে। এই অংশীদারিত্বের প্রথম দুইটি চলচ্চিত্র "Sweetwater" এবং "LUCID" এই বছরের শেষ নাগাদ মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

গুগল এই প্রকল্পে ইউটিউবকে অন্যান্য প্রচলিত স্টুডিও ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করাই লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, গুগল ২০১৬ সালে "YouTube Originals" চালু করেছিল, কিন্তু ২০২২ সালে সেই SYouTube ShortsVé-এর দিকে মনোযোগ বাড়ায়। এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে গুগল কেবল প্রযুক্তিগত নয়, সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যবহার করে জ্জ্জ খাতে

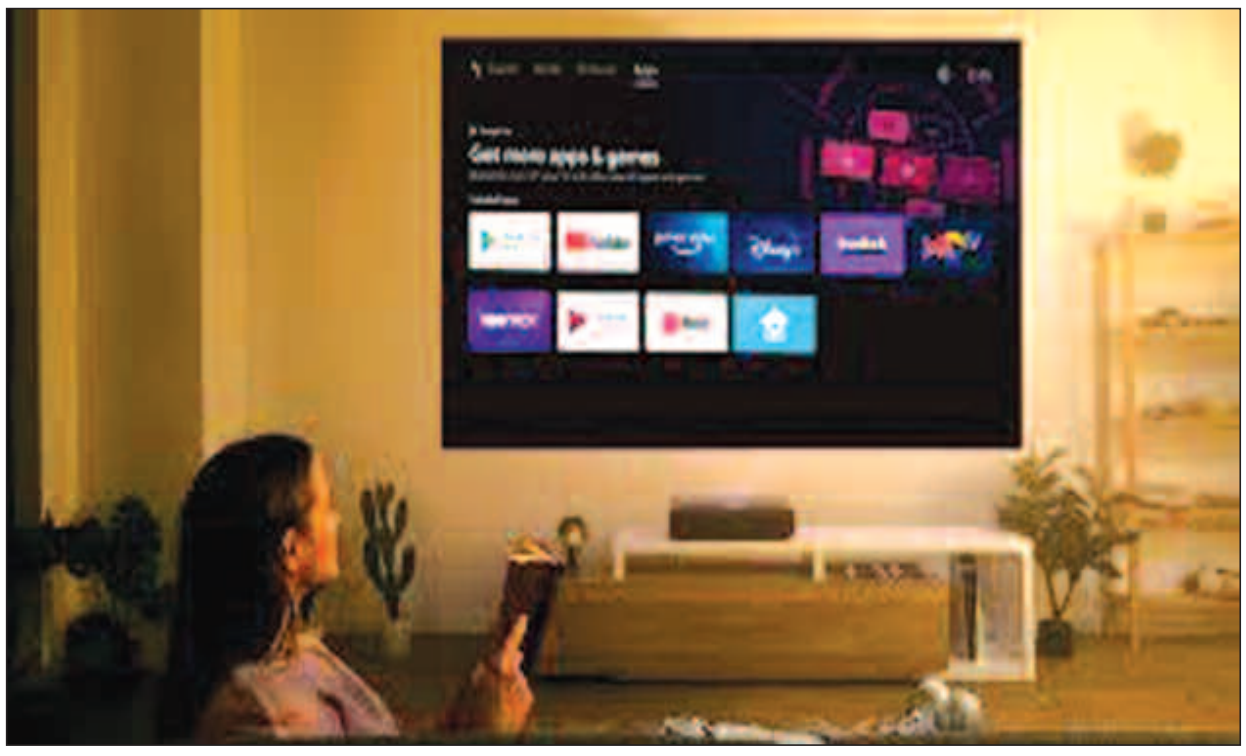

যেখানে তারা আগামী ১৮ মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সিনেমা নির্মাণ মূল প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে দেখছে না। বরং এই ফিল্মগুলো Netflix বা প্রকল্প বন্ধ করে ব্যবহারকারীর তৈরি কনটেন্ট ও শর্ট ফর্ম ভিডিও প্রতিযোগিতায় নিজেদের জায়গা মজবুত করতে চাইছে।

জিও আনলিমিটেড অফার বাড়ল ২৫ মে পর্যন্ত ! বিনামূল্যে দেখুন আইপিএল

দেশের বৃহত্তম টেলিকম অপারেটর জিও (Jio) ফের তাদের জনপ্রিয় জিও আনলিমিটেড অফার' এর মেয়াদ বৃদ্ধি করল। এবার সরাসরি ২৫ মে, আইপিএল ফাইনালের দিন পর্যন্ত এই অফার উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকেরা। প্রাথমিকভাবে এই অফারটি ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সীমিত ছিল। কিন্তু গ্রাহকদের বিপুল সাড়া দেখে তা প্রথমে ১৫ এপ্রিল, পরে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এবার আইপিএল ফাইনালের আগমুহূর্তে, জিও তাদের এই অফারকে আরও সম্প্রসারিত করল।

যারা ২৯৯ টাকা বা তার বেশি মূল্যের রিচার্জ করছেন, তারা প্রতিদিন পাবেন ১.৫ জিবি ডেটা, সঙ্গে JioHotstar-এ এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস একেবারে বিনামূল্যে। এর ফলে গ্রাহকেরা মোবাইলে সরাসরি আইপিএল ম্যাচগুলো লাইভ দেখতে পারবেন এক টাকাও খরচ না করে। শুধু তাই নয়, জিও এই অফারের সঙ্গে দিচ্ছে ৫০ দিনের জন্য ফ্রি WiFi পরিষেবা। যাঁরা এই WiFi ইনস্টল করিয়েছেন, তাঁদের পরবর্তীতে ৫৯৯ টাকার পোস্টপেইড প্ল্যানে স্থানান্তর করা হবে।

তবে এই অফারটি JioPhone– Jio Bharat এবং শুধুমাত্র কলিং সুবিধাযুক্ত প্ল্যানে রিচার্জ করা গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। জানা যাচ্ছে, এই বিশেষ অফারের মাধ্যমে

জিও বিপুল সংখ্যক নতুন গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। পাশাপাশি, জিও-র নতুন প্ল্যাটফর্ম JioHotstar-এর প্রসারেও বড়সড় সাফল্য এসেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে এখন শুধু আইপিএল নয়, গ্রাহকেরা পছন্দের সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজও উপভোগ করছেন বিনামূল্যে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরণের স্মার্ট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে জিও আবারও প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে গেল। যদি এখনো রিচার্জ না করে থাকেন, তাহলে আর দেরি না করে ২৯৯ টাকার প্ল্যানটি নিন এবং উপভোগ করুন বিনামূল্যে আইপিএল ও দুরন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা , শুধুই জিও-র সঙ্গে!

জেনে নিন এআই ঠিক কীভাবে কাজ করে ?

এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence) একটি প্রযুক্তি যা মানুষের মতো চিন্তা, শেখা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কৃত্রিমভাবে কম্পিউটার বা যন্ত্রকে প্রদান করে। সহজভাবে বললে, এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা মেশিন নিজে থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, শেখার মাধ্যমে উন্নতি করতে পারে এবং নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এআই কীভাবে কাজ করে ,

১. তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

এআই-এর কাজ শুরু হয় তথ্য বা ডেটা দিয়ে। এটি হতে পারে লেখা, ছবি, ভিডিও, শব্দ, সংখ্যা ইত্যাদি।

২. ডেটা বিশ্লেষণ ও প্রসেসিং

এআই অ্যালগরিদম তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্যাটার্ন বা নিয়ম খুঁজে বের করে। এজন্য মেশিন লার্নিং (Machine Learning) ও ডিপ লার্নিং (Deep Learning) নামক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৩. মডেল তৈরি (Model Training)

এআই একটি মডেল তৈরি করে, যেটি মূলত একটি নির্দিষ্ট কাজ শেখার প্রক্রিয়া। মডেল তৈরি করতে বিশাল পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম শেখানো হয় যে, কীভাবে একটি সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. ভবিষ্যদ্বাণী ও সিদ্ধান্ত (Prediction & Decision Making)

শেখার পর, মডেল নতুন ডেটা পেলেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন , আপনি গুগলে কিছু সার্চ করলে জ্জ্জ অনুমান করে আপনি কী খুঁজতে চাচ্ছেন।

৫. শেখার উন্নতি (Learning & Improvement)

এআই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল থেকে শেখে ও আরো ভালো করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে ; একে বলে self--learning বা reinforcement learning।

কয়েকটি চেনা উদাহরণ ...

চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) অসংখ্য বই, ওয়েবসাইট, আর্টিকেল থেকে তথ্য নিয়ে শেখা একটি ভাষা মডেল, যা মানুষের মতো করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

গুগল ম্যাপ আপনার গন্তব্যের পথ দেখাতে ট্র্যাফিক, দূরত্ব ও সময় বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দেয়।

নেটফ্লিক্স/ইউটিউব রিকমেন্ডেশন আপনি যা দেখেন, তার ওপর ভিত্তি করে এআই নতুন ভিডিও বা সিনেমা সাজেস্ট করে।

মানুষ কীভাবে দেখে প্রকৃতিকে?

গত বছরের মাঝামাঝি থেকেই বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে একটাই প্রশ্ন, মানুষ কি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে শেষ করে দিচ্ছে? বন উজাড়, জলবায়ু পরিবর্তন, নদী শুকিয়ে যাওয়া, প্রাণীর বিলুপ্তি—সবই যেন এক ভয়ংকর বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। অথচ এই প্রকৃতিকেই মানুষ মনে করে শান্তি, সৌন্দর্য আর স্বপ্নের ঠিকানা। তাহলে এতটা দ্বন্দ্ব কোথা থেকে আসে? প্রকৃতিকে রক্ষার দাবি আজ আর কেবল পরিবেশবিদদের সংগ্রামের বিষয় নয়, বরং মানব সভ্যতার টিকে থাকার লড়াই। একদিকে পৃথিবীর উপর মানুষের চাপ বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে প্রকৃতি নিজেই প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, প্রকৃতি মানুষের কাছে শুধুই একটি বাস্তবতা নয়, বরং এক ইউটোপিয়ান (কাল্পনিক ও কাঙ্ক্ষিত) অনুভব, যেখানে আছে শান্ত নদীর ধারে বসে থাকা, নরম ঘাসে পা ডোবানো, কিংবা বাতাসে দুলে ওঠা গাছের ছায়া। এই চিত্রটাই যখন ভেঙে যায়, মানুষ যেন নিজের অস্তিত্ব হারায়।এই ভাবনার শিকড়ে যিনি আলো ফেলেছিলেন, তিনি রিচার্ড হিউ গ্রোভ। ২০২৪ সালের ২৫ জুন, ৬৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন এই অনন্য পরিবেশ-ঐতিহাসিক। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম' (১৯৯৫), কেবল একটি গবেষণা নয়, বরং ছিল মানব ইতিহাসে প্রকৃতির অবস্থান বোঝার এক বিপ্লব। ঔপনিবেশিক বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পরিবেশচর্চা এবং দেশজ জ্ঞানের সংঘাত ও সমন্বয় গড়ে উঠেছে, সেটাই ছিল তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয়।গ্রোভ বোঝাতে চেয়েছেন, প্রকৃতির ইতিহাস কেবল গাছ, পাহাড় বা জলাশয়ের রেকর্ড নয়; বরং মানুষ কীভাবে প্রকৃতিকে কল্পনা করেছে, ভালোবেসেছে, ব্যবহার করেছে, তার একটি মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। ইতিহাসবিদ কিথ থমাস হয়তো ইংল্যান্ডের ১৫০০-১৮০০ সময়কালের প্রকৃতি ভাবনার বিবর্তনের দিকে নজর দিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রোভ বিষয়টিকে বিশ্বজুড়ে এক নতুন মাত্রা দেন।ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যখন নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিল, তারা শুধু সোনা বা মশলা খুঁজতে যায়নি; তারা খুঁজেছে এক 'ইডেন', এক আদর্শ স্বর্গ। ইউরোপের প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, ও শিল্পবিপ্লবের যন্ত্রণায় ক্লান্ত মানুষেরা খুঁজেছে মুক্তির পৃথিবী। উপনিবেশিক অঞ্চলগুলো, বিশেষ করে ভারত, আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হয়ে ওঠে এই স্বপ্নের পরীক্ষাগার।তবে গ্রোভের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই সব অঞ্চলের বনাঞ্চল ধ্বংস, কৃষি পরিবর্তন কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলাকে কেবল ঔপনিবেশিক আগ্রাসন হিসেবে দেখেননি। বরং তিনি তুলে ধরেছেন কীভাবে ইউরোপীয় জ্ঞান ও দেশজ অভিজ্ঞতা একসঙ্গে মিলে প্রকৃতি সংরক্ষণের নতুন ধারণা গড়েছে। দ্বীপগুলি তাঁর লেখায় উঠে আসে একেকটি জীবন্ত গবেষণাগার হিসেবে। গ্রোভের কাজের আরেকটি বিশেষ দিক হলো, তিনি সাহিত্যের দিক থেকেও এই ভাবনার উৎস খুঁজেছেন। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে যেভাবে প্রকৃতি নিয়ে ভাবনা তৈরি হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে এই কল্পনা সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এমনকি আজকের পরিবেশ আন্দোলনের অনেক যুক্তিই সেই সাহিত্যের ভাবনার উত্তরসূরি।আজকের পৃথিবীতে যেখানে শহরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামের দেশজ জ্ঞানের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য ব্যবধান তৈরি হয়েছে, সেখানে গ্রোভ আহ্বান জানিয়েছেন এই ব্যবধান ঘোচাতে। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতিকে সত্যিকারে বোঝা এবং তাকে রক্ষা করার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই দুই জ্ঞান-প্রবাহের মিলনে।দেব শেষে, গ্রোভ আমাদের শিখিয়ে গেছেন, প্রকৃতি কেবল বাঁচানোর জিনিস নয়, বরং আমাদের কল্পনা, স্বপ্ন ও অস্তিত্বের গভীরতম প্রতিচ্ছবি। তাই প্রকৃতিকে ভালোবাসা মানে, আসলে নিজেকেই রক্ষা করা।

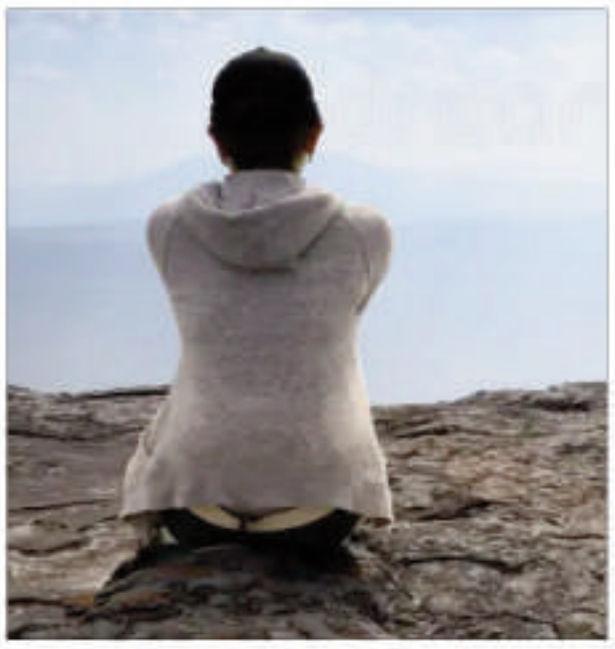

বারুদের গন্ধে দগ্ধ প্রকৃতি

যুদ্ধ এখন পরিবেশেরও শত্রু

বিগত শতাব্দীর গৃহযুদ্ধ হোক বা আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর যুদ্ধ—প্রতিটিতেই প্রাণহানির সংখ্যা হিসেব করা গেলেও, প্রকৃতির ক্ষতির কোনও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান মেলে না। অথচ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে মানুষ ছাড়াও অগণিত গাছপালা, পশুপাখি, নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর এই যুদ্ধ-সন্ত্রাসের প্রভাব আজ এমন এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, যার ফল এখনই টের পাচ্ছে মানবসভ্যতা, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চোকাবে তার চরম মূল্য।

১৯১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিবেশগত বিপর্যয় নিয়ে করা ১৯৩টি গবেষণায় দেখা গেছে, যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি হয়েছে অরণ্য ধ্বংসে (৩৪%) ও ভূমিক্ষয় (২৩%)। ইরাক, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম বা সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ — সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত বিস্ফোরক, রাসায়নিক ও ভারী অস্ত্রসম্ভার মাটি, জল ও বায়ুকে দূষিত করে তুলেছে ভয়াবহভাবে। শুধু প্রাণহানিই নয়, ধ্বংস হয়েছে বন, পুড়েছে সংরক্ষিত উদ্ভিদ অঞ্চল, মারা গেছে অজস্র বন্যপ্রাণী।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলি হামলায় ধ্বস্ত গাজায় মাত্র তিন মাসের যুদ্ধেই ৫ বছরের কম বয়সি ১.৭৯ লক্ষ শিশু আক্রান্ত হয়েছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যায় এবং ১.৩৬ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায়।

পরিবেশ দূষণই ছিল তার মূল কারণ। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানাচ্ছে, শুধু ২০২৩ সালেই পৃথিবীতে ঘটেছে ১৭০টিরও বেশি সশস্ত্র সংঘাত, আর ১২ কোটিরও বেশি মানুষ হারিয়েছেন নিজের বাসভূমি। যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের বনাঞ্চল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের মতে, সেখানে প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর বন ক্ষতিগ্রস্ত, যার মধ্যে ১০ লক্ষ হেক্টর সংরক্ষিত অরণ্য ছিল। অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে।গার্ডিয়ান-এর খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার ও ওয়ার্ল্ড প্রেস ফোটোজয়ী অ্যালেসিও ম্যামো সঠিকই বলেছেন, "যুদ্ধ হল প্রকৃতির উপর মানুষের হিংসার চরম উদাহরণ।"

তার তোলা অসংখ্য ছবি আমাদের দেখিয়েছে, শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও কেমন দগ্ধ হয়ে যায় যুদ্ধের ছায়ায়।প্রকৃতির ওপর এই দীর্ঘস্থায়ী আঘাত আমাদের সভ্যতাকেই এক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। মানবজাতি নিজের আত্মিপত্যের লড়াইয়ে ধ্বংস করছে নিজের বাসভূমিকেই। অথচ ইতিহাস বলে, বৈদিক যুগে, গ্রিক দার্শনিকদের মতেও প্রকৃতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ জীবনই ছিল জীবনধারণের মূলমন্ত্র। আজ সেই চুক্তি ভেঙে আমরা পৌঁছে গেছি এমন এক জায়গায়, যেখানে যুদ্ধ মানেই 'জীবন' ও 'প্রকৃতি'র একসঙ্গে মৃত্যু। মানুষ যদি এখনই না থামে, তবে হয়তো আগামী দিনের ইতিহাস শুধু মানুষ নয়, এক সর্বনাশা পৃথিবীর বিলুপ্তির কথাই বলবে।

সমুদ্রের ইকোসিস্টেমে জেলিফিশ, পর্তুগালের দ্বীপে গবেষণা

আটলান্টিকে অবস্থিত পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপে একটি গবেষণা চলছে। 'জেলি-ওয়েব' নামের এই গবেষণার আওতায় একটি আন্তর্জাতিক দল সাগরের গভীরের খাবার জগতে জেলিফিশের ভূমিকা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। গবেষক দলের প্রধান ইয়ান ডিরকিং বলেন, "বর্তমানে সমুদ্র গবেষণায় জেলিফিশ একটি আলোচিত বিষয়, কারণ, সাগরের ইকোসিস্টেমে তারা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা অনেকদিন ধরে সম্পূর্ণ ভুল বুঝে এসেছি। আমরা এখন জানি যে, তারা শিকারী এবং শিকার- এই দুই ভূমিকাতেই খুব গুরুত্বপূর্ণ... এবং আমাদের ধারণার চেয়েও বায়োমাস অনেক বড় এবং প্রজাতিতেও অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে।"গভীর সমুদ্রে জেলিফিশের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের কাছে এখনও খুব কম তথ্য আছে। দলটি ৫০ টিরও বেশি প্রজাতি খুঁজে পেয়েছে, যা আগে কখনও মাদেইরাতে দেখা যায়নি।জাহাজে প্রায় এক মাস থাকার পর ইউলিয়ান স্টাউফার তথ্য বিশ্লেষণের জন্য জার্মানির কিল শহরে অবস্থিত জিওমার হেলমহলৎস সেন্টারে ফিরে এসেছেন। এই পিএইচডি প্রার্থী সাগরতলের মানচিত্র তৈরি করছেন, কোন প্রাণী কোথায় বাস করে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। গবেষণার সময় তিনি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টাউফার বলেন, "আমাদের তথ্যে, এমনকি গভীর সমুদ্রেও, মানুষের প্রভাব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সত্যিই অবাক করেছে। আমরা সাগরের তলদেশে মাছ ধরার অনেক জাল দেখেছি। আরও ছিল আবর্জনা... বোতল আর প্লাস্টিক।"মানবসৃষ্ট জলবায়ু সংকট অনেক আগেই গভীর সমুদ্রেও পৌঁছেছে, কারণ মহাসাগরগুলি প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চয় করে।স্টাউফার বলেন, "সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে তার কিছুটা সাগরের গভীরে চলে যায়। যে প্রক্রিয়ায় এটি হয় তাকে আমরা বলি 'বায়োলজিক্যাল কার্বন পাম্প'। এর ফলে সমুদ্রের তলদেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয় এবং এটি সেখানে অনেকদিন থাকে।"কী পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সেখানে জমা হয় তা খাদ্যশৃঙ্খলের উপরও নির্ভর করে। তবে এখনও অনেককিছু অজানা রয়ে গেছে।গবেষক দলের প্রধান ইয়ান ডিরকিং বলেন, "আমি মনে করি, আমাদের মিশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, আমরা এখনও সাগরের তলদেশ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। এছাড়া তথ্য বোঝাটাও একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ, আপনি জানেন না আপনার কাছে আসলে কী আছে? কোন প্রজাতি? কোন বৈচিত্র্য আছে? প্রথমে আমাদের তা নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায়, যে জিনিসগুলি সম্পর্কে আমরা জানি না সেগুলি নষ্ট করার ঝুঁকি খুব বেশি থাকবে।"

দূষণ কমাতে অবাক করা ই-বাস পরিকল্পনায়

ব্রাজিল কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর উপায় হিসেবে কিছু শহর ও দেশ ইলেক্ট্রিক যানের দিকে ঝুঁকছে। তবে ব্যয়বহুল হওয়ায় সবার পক্ষে সেটি সম্ভব হয় না। তবে ব্রাজিল তাদের গণপরিবহণের একটি অংশ ই-বাস দিয়ে পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। লাতিন আমেরিকায় ইলেক্ট্রিক যানের সবচেয়ে বড় বাজার ব্রাজিল। বর্তমানে দেশটির বিভিন্ন শহর কর্তৃপক্ষ গণপরিবহণ হিসেবে ইলেক্ট্রিক বাস ব্যবহারের সম্ভাবনা খুঁজে দেখছে।সাও পাওলো থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এলেট্রা কোম্পানির কারখানা অবস্থিত। ব্রাজিলের এই কোম্পানি কয়েক দশক ধরে ইলেক্ট্রিক ট্রলি বাস তৈরি করছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা ১০০ শতাংশ ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি বাস তৈরি শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বাসগুলো সাও পাওলোর রাস্তায় চলাচল করছে।এলেট্রার নির্বাহী পরিচালক লেডা অলিভিয়েরা বলেন, "আমরা যদি এমন বাস বানাই যার দাম ডিজেল বাসের চেয়ে তিনগুণ বেশি এবং যেগুলো ১৫ বছরেরও কম সময় ধরে চলে, তাহলে আমরা শুধু ব্রাজিল নয়, পুরো লাতিন আমেরিকার পরিবহন ব্যবস্থাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেব। এই বাসগুলি অন্তত ১৫ বছর ব্যবহারের উপযোগী থাকতে হবে।"সাও পাওলোর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক বাস ঠিকমতো চলাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ২০২২ সালের শেষে সেখানে ইলেক্ট্রিক নয়, এমন বাস কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। সাও পাওলোর পরিবহণ সচিব গিলমার মিরান্ডা জানান, "সাও পাওলোর গণপরিবহণ ব্যবস্থায় প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার যান চলে। এগুলো গড়ে প্রায় ৭০ লাখ যাত্রী পরিবহণ করে।"সাও পাওলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বাস। এসব বাসের ২০ শতাংশ ইলেক্ট্রিক করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- যা একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য। শব্দ ও দূষণ কমানো হবে বাড়তি সুবিধা... তবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মেনে জাতীয়ভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা ব্রাজিল নির্ধারণ করেছে, সেটি পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।তবে পরিবর্তনের কাজটি সহজ নয়। কারণ, ইলেক্ট্রিক বাস ব্যয়বহুল। গিলমার মিরান্ডা বলেন, "নতুন প্রযুক্তি হওয়ায় শুরুর সময়ে অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে হয়।" মিরান্ডার ধারনা, মহামারির আগে পেট্রোল বাসের তুলনায় প্রাথমিক বিনিয়োগ দ্বিগুন ছিল। আর এখন? তিনি জানান, "এখন দেখা যাচ্ছে, ডিজেল যানের তুলনায় ব্যাটারি ইলেক্ট্রিক যানের মূল্য তিনগুনের বেশি হয়েছে।"তিনি বলছেন, নতুন প্রযুক্তি হওয়ায় ইলেক্ট্রিক চার্জিং গ্যারেজের মতো অবকাঠামো গড়ে তুলতে হচ্ছে। মিরান্ডা বলেন, "প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে, কারণ, ডিজেল যানের জন্য যা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা গ্যারেজগুলোতে থাকে। গ্যারেজে অনেক বাস থাকায় সেগুলোর জন্য পর্যাপ্ত ডিজেলের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই করে রাখে। তারা ডিজেল সরবরাহ করা বড় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, আর কোম্পানিগুলোও গ্যারেজে জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।"জার্মানির মার্সেডেজ বেনৎস ব্রাজিলের এলেট্রা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করছে। এলেট্রাসহ অন্যান্য কোম্পানির জন্য ইলেক্ট্রিক বাসের চেসিস তৈরি করছে তারা। মার্সেডেজ বলছে, তাদের তৈরি আড়াইশ চেসিস ইতিমধ্যে সাও পাওলোতে চলছে। মার্সেডেজ বেনৎসের ব্রাজিল ও লাতিন আমেরিকা কার্যালয়ের আথিম পুশার্ট বলেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি গণপরিবহণের চাহিদা বাড়ছে এবং এখানে লাতিন আমেরিকাতেও ২০৩০ সাল পর্যন্ত চাহিদা বাড়তে থাকবে বলে আশা করছি। আমার মনে হয় আপনাকে বুঝতে হবে যে, একটি বাস দিয়ে ৫০টি কারের চাহিদা মেটানো যায়।"ব্যক্তিগত ইলেক্ট্রিক যানের মতোই ভবিষ্যতে ই-বাসের উৎপাদন বাড়াতে স্থানীয় সমাধানকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বায়ুদূষণ পরিস্থিতি, সতর্ক করা হলেও উন্নতিই হয়নি বাংলাদেশে

২০২৪ সালে বায়ুদূষণে বিশ্বে প্রথম থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে নেমেছে বাংলাদেশ। তবে দূষণের মাত্রা প্রায় একই আছে।বায়ুদূষণে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ। সবচেয়ে দূষিত নগরের তালিকায় তৃতীয় ঢাকা।

এটা ২০২৪ সালের চিত্র। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের 'বৈশ্বিক বায়ু মান প্রতিবেদন ২০২৪'-এ মঙ্গলবার এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই তাৎক্ষণিক আইকিউ এয়ার-এর সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।২০২৩ সালে বায়ুদূষণে বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল। আর নগর হিসেবে ঢাকার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। তবে দূষণে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। আইকিউএয়ার বায়ুদূষণের সূচক তৈরি করে দূষণের অন্যতম উপাদান পিএম(পার্টিকুলেট ম্যাটার) ২.৫ বা অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার উপাদান হিসাব করে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার উপস্থিতি ছিল ৭৮ মাইক্রোগ্রাম। তার আগের বছর তা ছিল ৭৯.৯ মাইক্রোগ্রাম।বাংলাদেশে বায়ুমান নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেয়ার পলিউশন স্টাডিজ (ক্যাপস)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার ভয়েস ভেলোকে বলেন, "তারা যে বায়ুমান নির্ধারণ করেন, সেটা শুধুমাত্র অতিক্ষুদ্র ধুলাবালির (পিএম ২.৫) উপস্থিতি বিবেচনা করে। বাতাসে আরো অনেক রাসায়নিক উপাদান আছে। তার হিসাব তারা করে না। প্রতি ঘন মিটারে ৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত এই অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আমাদের বাতাসে আছে ৭৮ মাইক্রোগ্রাম, যা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার নির্ধারিত মানের চেয়ে ১৫ গুণেরও বেশি।"বায়ুদূষণে দেশ বিশ্বের মাত্র সাতটি দেশ মায়ুমান রক্ষা করতে পারছে- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাহামা, বার্বাডোস, গ্রেনাডা, এস্তোনিয়া এবং আইসল্যান্ড। ১৩৮টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার নজরদারি স্টেশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আইকিউএয়ার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, "আমাদের বায়ুমান খারাপ হওয়ার কারণ অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কাজ, ইটের ভাটা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, বায়ুদূষণ ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মধ্য প্রদেশ, দিল্লি ওইসব জায়গা থেকে ধুলাবালি আসে। এমনকি শীতে হিমালয় থেকে যে বাতাস আসে, তাতে কাঠমুন্ডু থেকে ধুলাবালি আসে," বলেন তিনি।স্থপতি এবং নগর পরিকল্পনাবিদ আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, "দেশের বাইরে থেকে এখানে বায়ুদূষণ কম হয়। এনভায়রনমেন্ট পলিউশন এবং প্ল্যানিং কমপ্লায়েন্স-এই দুটি বিষয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স থাকতে হবে। কিন্তু এখানে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেগুলো না মানার কারণে বাতাসের মান চরম খারাপ পর্যায়ে গেছে। শহরে ভবনগুলো কোনো নীতি না মেনেই তৈরি হচ্ছে। এখন আবার যে আইন আছে তা-ও পরিবর্তনের চেষ্টা করছে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলো। তাতে আবার সরকারের কেউ কেউ সায়ও দিচ্ছে। আর শহরের বাইরে ইটভাটার কোনো নীতি নাই, যদিও সরকার অভিযানের কথা বলছে।"

বিশ্বের মাত্র সাতটি দেশ মায়ুমান রক্ষা করতে পারছে- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাহামা, বার্বাডোস, গ্রেনাডা, এস্তোনিয়া এবং আইসল্যান্ড। ১৩৮টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার নজরদারি স্টেশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আইকিউএয়ার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

বিবেচনায় বাংলাদেশের পরই আছে পাকিস্তান। দেশটির বায়ুতে পিএম ২.৫-এর উপস্থিতি ৭৩.৭ মাইক্রোগ্রাম। বিশ্বের মাত্র সাতটি দেশ মায়ুমান রক্ষা করতে পারছে- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাহামা, বার্বাডোস, গ্রেনাডা, এস্তোনিয়া এবং আইসল্যান্ড। ১৩৮টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার নজরদারি স্টেশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আইকিউএয়ার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

পাক সরকার ও সেনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর

পাকিস্তানে বিদ্রোহের মুখে শাহবাজ, পাক সরকার-সেনার প্রকাশ্যে নিন্দা ইসলামি হর্মনেতার। পহলগাম হত্যাকাণ্ড নিয়ে কী হয় কী হয় উত্তাপে ফুটছে ভারত-পাকিস্তানের নাগরিকরা। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের রাজযুদ্ধ চলছে। পরোক্ষ্য এবং প্রত্যক্ষ্য ভাবে দুই দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতি চরমে। একদিকে আতঙ্ক অন্যদিকে উত্তেজনায় ভাসছে দু'দেশ। ভারতের আক্রমণের ভয়ে যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ ঠিক সেই সময় দেশের অন্দরেই উঠল বিদ্রোহের সুর। যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সরকার ও সেনা বিরোধী বিদ্রোহের আওয়াজ তুললেন দেওবন্দি ইমাম মৌলানা আবদুল আজিজ গাজি। ইসলামাবাদের বিখ্যাত লাল মসজিদের প্রধান হলেন গাজি।

পাকিস্তানের রাজধানী শহরের প্রখ্যাত লাল মসজিদের বিতর্কিত ইমাম যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানি সরকারকে দুষে নমাজের ভাষণে ভক্ত-অনুরাগীদের প্রশ্ন করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে তা কি আপনারা সমর্থন করেন? যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা হাত তুলুন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটিও হাত না ওঠায় গাজি বলেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে তা ইসলামি লড়াই হবে না। তাঁর দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ইসলামি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে না। ভারতের সঙ্গে নিজের দেশের সরকারের তুলনা টেনে গাজি বলেন, আজ পাকিস্তানের সরকারি প্রশাসন কাফেরের মিলিত ব্যবস্থা। এরা আল্লার উপর বিশ্বাস রাখে না। এই সরকার উৎপীড়কের সরকার। ভারতের থেকেও নিকৃষ্ট। এখানে যত শোষণ-নির্যাতন চলে, এতটা তো ভারতেও হয় না। লাল মসজিদে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল, তা কখনও ভারতে হয়েছে বলে শুনেছেন?মৌলানা গাজির একটি নমাজপাঠের ভাষণের ভিডিও ক্লিপ ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।

তাতে দেখা গিয়েছে, গাজী অনুরাগীদের বলছে, আপনাদের কতজন যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানকে সমর্থন করবেন, হাত তুলুন। কেউ হাত না তোলায় তিনি বলেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের মানুষের মধ্যে চেতনা এসেছে। কারণ, মূল কারণটাই হচ্ছে এই যুদ্ধ ইসলামের জন্য যুদ্ধ হবে না।

ওয়াজিরিস্তান, বালুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়ায় যে সরকারি অত্যাচার চলছে তা কি ভারতে হচ্ছে? আমাদের এখানে যেমন নিজের দেশেরই সেনাবাহিনী জেট যুদ্ধবিমান থেকে দেশের লোকের মানুষের উপর বোমা ফেলছে, ওদের দেশে এরকম হয়, প্রশ্ন তুলেছেন গাজি।

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, সুপ্রিম কোর্টের ২১ বিচারপতির সম্পত্তির স্বেচ্ছা প্রকাশ!

যখন দেশের বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে, ঠিক তখনই ভারতের সর্বোচ্চ আদালত দেখাল এক সাহসী দৃষ্টান্ত। সুপ্রিম কোর্টের ২১ জন বিচারপতি তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেছেন, যা ইতিমধ্যেই আপলোড হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সরকারি ওয়েবসাইটে। দেশের সাধারণ মানুষ এখন সরাসরি এই তথ্য দেখতে পারবেন। এই পদক্ষেপ শুধু নজিরবিহীন নয়, বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সম্পত্তি প্রকাশের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের পর দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আদালতের মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠান নিয়েও প্রশ্ন তোলে সাধারণ মানুষ। এই প্রেক্ষাপটেই ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়—বিচারপতিরা স্বেচ্ছায় তাঁদের সম্পত্তির হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথম ধাপে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না সহ ২১ জন বিচারপতি তাঁদের আয়-সম্পত্তির হিসাব সামনে এনেছেন। সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে বিচারপতির সংখ্যা ৩৩, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশে বিচারপতিরা এখনও সম্পত্তির বিবরণ জমা দেননি, তবে তাঁরা শীঘ্রই এই প্রক্রিয়ায় সামিল হবেন বলে আশা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কাছে রয়েছে একটি মারুতি সুইফট গাড়ি। তাঁর ব্যাঙ্কে রয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকার মতো সঞ্চয়, লিপিগ্রফ ও জিপিএফ মিলিয়ে রয়েছে আরও দুই কোটির বেশি টাকা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্লট ও বাড়ির মালিক, যার বিবরণ স্বচ্ছতার সঙ্গে জনসমক্ষে এনেছেন।এই তালিকায় রয়েছেন বিচারপতি বি আই গভাই, যিনি আগামী দিনে ভারতের প্রধান বিচারপতির আসনে বসবেন। তিনি মহারাষ্ট্রে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, মুম্বাইয়ের বান্দ্রার ফ্ল্যাট এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ জনসমক্ষে এনেছেন।বিচারপতিদের সম্পত্তি প্রকাশের প্রচেষ্টা এবারই প্রথম নয়। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জেএস বর্মা প্রথম এই বিষয়টি সামনে আনেন। ২০০৯ সালেও এমন এক প্রস্তাব আসে, যেখানে বিচারপতিরা চাইলে স্বেচ্ছায় তাঁদের সম্পত্তির হিসাব দিতে পারতেন। তবে এবার সেই উদ্যোগ আরও সুসংহত ও সংগঠিতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক বলেই মনে করছেন বহু আইন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজ। অনেকেই বলছেন, এটি শুধু তথ্য প্রকাশ নয়—বরং এক নতুন বিচার-সংস্কৃতির সিকচিহ্ন, যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হবে মূল মন্ত্র।ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যখন নিজের গঠনতন্ত্রিক ভূমিকা ও মর্যাদা বজায় রাখতে এমন সাহসী ও স্বচ্ছ উদ্যোগ নেয়, তখন তা কেবল একটি আইনি সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ থাকে না—তা হয়ে ওঠে গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষার এক জ্বলন্ত প্রতীক। সুপ্রিম কোর্টের এই স্বেচ্ছা সম্পত্তি প্রকাশ ভবিষ্যতে বিচারব্যবস্থার উপর জনআস্থাকে আরও দৃঢ় করবে, এমনটাই প্রত্যাশা দেশবাসীর।

সমতা ভারতের, আমেরিকাকে শূন্য শুল্ক পদ্ধতির প্রস্তাব মোদী সরকারের

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ঘোষণা ছিল বহু দেশের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানো। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই শুল্কের পাল্টা শুল্ক যুদ্ধ শুরুর হয়ে যায় চিন-ব্রিটেনের সঙ্গে। যদিও তাতে নমে না গিয়ে আরও শুল্ক বাড়িয়ে দেয় আমেরিকা। ভারত অবশ্য সমতা বজায় রেখে মার্কিন শুল্কের যুদ্ধের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে কোনও কিছুই জানায় নি। এই ঘটনার মাস খানেক পর আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন প্রস্তাব ভারতের। পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চড়া শুল্ক আরোপের মাঝে ভারতের শূন্য শুল্ক পদ্ধতির ঘোষণা। অর্থাৎ পারস্পরিক শুল্ক শূন্য করার নয়া নীতি মোদী সরকারের।

জানা গিয়েছে, এই শূন্য শুল্ক স্টিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং ফার্মাসিউটিক্যালের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আমদানির ক্ষেত্রেই গৃহীত হবে। এ ধরণের সামগ্রী আমেরিকা থেকে ভারতে আমদানি বা ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্যারিফ শূন্য করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। হঠাৎ করেই ভারতের এই শূন্য তারিফ ঘোষণা দুই দেশের বাণিজ্যে নতুন পথ দেখাবে বলে মত কূটনৈতিক মহলের ।

চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে পা দিয়েই নানান দেশের পাশাপাশি ভারতের উপর ২৬ শতাংশ পারস্পরিক শুল্কের কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প । এরপর শুরু হওয়া তুমুল বিতর্কের মাঝেই নিজের সেই সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সেই ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে একাধিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে চাইছে আমেরিকা। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও অনেকটাই এগিয়েছে। সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

ট্রাম্পের দেওয়া ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে দুই দেশ। এই পরিস্থিতিতে গত মাসের শেষদিকে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন ভারতের বাণিজ্য আধিকারিকরা। সেখানেই স্টিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ ও ওষুধপত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমদানিতে পারস্পরিক শুল্ক শূন্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। ওই সীমার বেশি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্দিষ্ট হারে দেওয়া হবে।

অবৈধবাসীদের দেশছাড়া ১ হাজার ডলারের প্রস্তাব ট্রাম্পের

অবৈধভাবে বসবাসকারীদের দেশছাড়া করতে এবার কি ১ হাজার ডলারের প্রস্তাব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউসের তরফে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য নয়া অফার এনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা, অবৈধবাসীরা যদি স্বেচ্ছায় আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে চান তাহলে তাঁদের এক হাজার ডলার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৫ হাজার টাকা করে দেবে সরকার। স্বেচ্ছায় না গেলে এবং পরবর্তী সময়ে ধরা পড়লে তাঁদের এর ফল ভুগতে হবে। কড়া পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাঁদের।

সোমবার হোয়াইট হাউসের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তরফে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'যে কোনও অবৈধ অধিবাসী যদি সিবিপি হোম নামের অ্যাপে সরকারকে জানান তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তা হলে তাঁর পাশে দাঁড়াবে সরকার। সংশ্লিষ্ট ওই ব্যক্তিকে নিরাপত্তা বাহিনী আটক করবেনা। নির্বাসন তালিকা থেকেও তাঁর নাম বাদ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অগ্রিম ১ হাজার ডলার দেওয়া হবে।'

এ প্রসঙ্গে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান ক্রিস্টি নোম বলেন, "আপনি যদি অবৈধভাবে আমেরিকায় বসবাস করেন ও প্রেপ্তারি এড়াতে চান, তাহলে এটাই একমাত্র উপায়।"

উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরই শুল্ক যুদ্ধের পাশাপাশি দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার অবৈধ বসবাসকারীদের বিমানে তুলে নিজ নিজ দেশে ফেরানো হয়েছে। বাদ পড়েনি অবৈধভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও। এই ধরনের ঘটনার মুখে যাতে অবৈধবাসীদের পড়তে না হয় তার জন্য এবার খোলা প্রস্তাব দিল মার্কিন সরকার।

"সীমার মধ্যে থাকুন", কাকে সতর্কবার্তা দিক আমেরিকা?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সময় অনেক ফেডারেল কটিছাঁট করা হয়েছিল। শুল্কের ব্যাপারে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দেশ থেকে ক্রমাগত মানুষকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল। এই সকল কারণে রাষ্ট্রপতির জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS) একটি নতুন সতর্কতা জারি করেছে। ইউএসসিআইএস গ্রিন কার্ডধারীদের আমেরিকার 'আইন ও মূল্যবোধ' মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান সহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ আমেরিকায় যায়। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মধ্যে, এই খবর আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি দুঃসংবাদ। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে। এমন পরিস্থিতিতে, এই খবর আরও উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। USCIS টুইটার X-এ একটি কঠোর সতর্কবার্তা জারি করেছে। তিনি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিসা বা গ্রিন কার্ড পাওয়া একটি 'বিশেষাধিকার'। USCIS লিখেছে- 'কোন বিদেশী নাগরিক আইন ভঙ্গ করলে গ্রিন কার্ড এবং ভিসা বাতিল করা হবে।' ইমিগ্রেশন বিভাগ আরও জানিয়েছে, আমেরিকায় আসা এবং ভিসা বা গ্রিন কার্ড পাওয়া একটি বিশেষ সুযোগ। আমাদের আইন এবং মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে।'ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, "যদি আপনি সহিংসতা সমর্থন করেন। যদি আপনি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন করেন, অথবা অন্যদের তা করতে প্ররোচিত করেন, তাহলে আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অযোগ্য। অর্থাৎ, আমেরিকায় থাকাকালীন যদি আপনি কিছু ভুল করেন , তাহলে আপনার গ্রিন কার্ড বা ভিসা বাতিল হতে পারে।" মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, আমেরিকায় বসবাসকারী বৈধ বাসিন্দারাও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। অর্থাৎ আমেরিকায় যাঁরা বৈধভাবে বসবাস করছেন তাঁদেরও সতর্ক থাকা দরকার। এনবিসি নিউজের এক প্রতিবেদন অনুসারে, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) ৩০ এপ্রিল ইঙ্গিত দিয়েছে যে, কোনও ব্যক্তির ভিসা বাতিল করা হলে তারা তার আইনি মর্যাদা বাতিল করতে পারে। একটি অভ্যন্তরীণ স্মারকলিপি থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর আওতাধীন স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম (এসইভিপি) এর একটি স্মারকলিপিতে, আইসিই কেন বিদেশী শিক্ষার্থীদের আইনি মর্যাদা বাতিল করতে পারে তার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে পূর্বে, বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আইনি মর্যাদা বাতিল করা যেত। যেমন স্কুল ছেড়ে দেওয়া, কাজের অনুমতি হারানো, অথবা কিছু অপরাধ করা। তবে আইনজীবীদের মতে, তাদের আরও আগেই তাদের মতামত উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তবে, নতুন স্মারকলিপি অনুসারে, শুধুমাত্র ভিসা বাতিলের ফলে শিক্ষার্থীর আইনি মর্যাদা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে। নিয়ম আরও কঠোর করেছে মার্কিন প্রশাসন।

F-22, রাফালে, সুখোই, একটি যুদ্ধবিমানের দামে তৈরি হতে পারে AIIMS-এর মতো হাসপাতাল!

পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে। পাকিস্তান বলছে, ভারত যেকোনো সময় তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। ভারতীয় বায়ুসেনার বিভিন্ন যুদ্ধবিমান সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও কাশ্মীর সীমান্তে টহল দিচ্ছে। পাকিস্তানের যুদ্ধবিমানও বারবার আকাশে উঠে নজরদারি চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জেনে নিন বিভিন্ন যুদ্ধবিমানের খোঁজখবর।

এফ-২২ বা স্টরএফ-২২ বা পটরকে বিশ্বের সেরা যুদ্ধবিমানগুলির মধ্যে একটি হিসেবে মনে করা হয়। এর দাম প্রায় ১৪৩ মিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণ ভারতীয় টাকায় প্রায় ১২ বিলিয়ন টাকা। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ভারতে AIIMS-এর মতো একটি বড় হাসপাতাল খোলা যেতে পারে। এই ফাইটারটি মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। আমেরিকান কোম্পানি লকহিড মার্টিন তৈরি করেছে এই যুদ্ধ বিমান।রাফাল রাফালকে বিশ্বের দ্বিতীয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল যুদ্ধবিমান হিসেবে মনে করা হয়। ফ্রান্স ছাড়াও, এটি ভারত এবং মিশরের সেনাবাহিনীও ব্যবহার করে। একটি রাফালের দাম ১৩৫ মিলিয়ন ডলার। ভারত ফ্রান্স থেকে ৩৬টি রাফালে বিমান কিনেছিল। মিশর ৫৪টি এবং কাতার ৩৬টি যুদ্ধবিমান কিনেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ৮০টি রাফায়েল কেনার জন্য ১৯ বিলিয়ন ডলারের বিশাল চুক্তি ক রেছিল । ই উ রোফ ই ট র টাইফুনএই ৪.৫ প্রজন্মের ফাইটারটি যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি এবং স্পেন যৌথভাবে তৈরি করেছে। এর থ্রাস্ট-ওজন অনুপাত ১:১। এর রপ্তানি মূল্য ১১৭ মিলিয়ন ডলার। তবে, প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত দেশগুলির জন্য, এর মূল্য প্রতি ইউনিট ৫০ মিলিয়ন ডলার। এই ফাইটারে প্রথমবারের মতো অনেক যুগান্তকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।চেংডু J-20।এটি চীনের প্রথম স্টিলথ ফাইটার এবং এর দাম ১১০ মিলিয়ন ডলার। এটি চীনা বিমান বাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং শব্দের দ্বিগুণ গতিতে উড়তে পারে। এটি একবারে ৩০০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে। এই কারণেই দক্ষিণ চীন সাগরে এটি ব্যবহার করে চীন। এটিকে F-22 এর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা হয়। যদিও চীন তার প্রযুক্তি নিজের কাছেই রেখেছে। F-35 লাইটনিং IIF-35 কে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল অস্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর অনেক রূপ আছে। F-35 Lightning II এর দাম প্রায় 109 মিলিয়ন ॥ ডলার। মার্কিন সামরিক বাহিনী ২০০৬ সাল থেকে F-35 বিমান ব্যবহার করে আসছে এবং এখন পর্যন্ত ১,১০০ টিরও বেশি এ ধরণের বিমান তৈরি করা হয়েছে।জ-15EX ঈগল IIএটি F-15 এর সবচেয়ে উন্নত সংস্করণ, যার প্রতিটি ইউনিটের দাম 95 মিলিয়ন ডলার। এটি শব্দের গতির চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি গতিতে উড়তে সক্ষম এবং ১৬টি ক্ষেপণাস্ত্র সহ ১৩.৬ টন অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। আমেরিকা এখন পর্যন্ত মাত্র ৮টি এ ধরণের যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে। একবার জ্বালানি ভরলে এটি ২,১০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে।সুখোই-৩৫এটি রাশিয়ার সবচেয়ে উন্নত ৪.৫ প্রজন্মের ফাইটার, যার প্রতি ইউনিটের দাম ৮৫ মিলিয়ন ডলার। রাশিয়ার পাশাপাশি চীনেরও এই ফাইটার রয়েছে। এটিতে F-22 এবং F-35 এর মতো গোপনীয়তা নেই তবে গতি এবং তৎপরতার দিক থেকে এটি অতুলনীয়। এর পরিসীমা ১৯০০ নটিক্যাল মাইল।ল্যাব জেএএস গ্রিপেনএটি সুইডেন দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সুইডেনের পাশাপাশি, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং হাঙ্গেরির সেনাবাহিনী সাব জেএএস গ্রিপেন ব্যবহার করে। সাব জেএএস গ্রিপেনের দাম প্রতি ইউনিট ৮৫ মিলিয়ন ডলার। এতে একটি উন্নত ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ইনস্টল করা আছে যার কারণে এটিকে স্মার্ট ফাইটারও বলা হয়। এটি প্রথম যোদ্ধাদের মধ্যে একটি যার সম্পূর্ণ ডেটা-লিঙ্ক ইন্টিগ্রেশন রয়েছে যা যুদ্ধক্ষেত্রের রিয়েল-টাইম তথ্য জানিয়ে আপডেট রাখে।সুপার হর্নেটসুপার হর্নেট আকাশ থেকে আকাশ এবং আকাশ থেকে ভূমিতে যুদ্ধে পারদর্শী। এর দাম প্রায় ৭৩ মিলিয়ন ডলার। এটি তৈরি করেছে আমেরিকান কোম্পানি বোয়িং। আমেরিকার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া এবং কুয়েতের সেনাবাহিনীও এটি ব্যবহার করে। এখন পর্যন্ত ৬৩০টিরও বেশি সুপার হর্নেট তৈরি করা হয়েছে। এর পাল্লা ১৮০০ নটিক্যাল মাইল এবং এটি শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত উড়তে।শেনিয়াং জে-৩৫এই চীনা ফাইটারের দাম প্রতি ইউনিট ৭০ মিলিয়ন ডলার। এটিকে আমেরিকার এফ-৩৫ লাইটনিং II-এর প্রতি চীনের উত্তর হিসেবে বিক্রেনা করা হয়। এটি বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালনে পারদর্শী। চীন সারা বিশ্বে এটি বাজারজাত করছে। এর গতি ১.৮ ম্যাক এবং এর পরিসীমা ১৮০০ নটিক্যাল

'ক্রিকেট কারও বাপের সম্পত্তি নয়': গম্ভীর

কোচ হিসেবে তাঁর রক্ষণাত্মক রণকৌশল নিয়ে সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। এবার সেই সমালোচকদেরই আক্রমণাত্মক মেজাজে তুলোধনা করলেন গৌতম গম্ভীর।

আগে অবশ্য অনেকবারই তাঁকে রণং দেহী মেজাজে দেখেছে ক্রিকেটবিশ্ব। বিশেষ করে সাংবাদিক বৈঠকে অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব চাঁচাছোলা ভাষায় দিয়েছেন গম্ভীর। কিন্তু আজকের মতো রুষ্ট, আজকের মতো বিস্ফোরক মেজাজে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। একটি সাক্ষাৎকারে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ব্যর্থতা, তাঁর কোচিং কেরিয়ার এবং খেলোয়াড় হিসেবে পারফরম্যান্স নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন করা হয়। সেখানে স্বভাবসিদ্ধ ধাঁচেই সমস্ত সওয়াল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছেন গম্ভীর।

কেকেআরকে আইপিএল জেতানোর পর টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের দায়িত্ব তুলে নেন গম্ভীর। সেই নিয়ে শুরুতে বিতর্কও কম হয়নি। বিশেষ করে, রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় মসনদে বসেছিলেন তিনি। বিদায়ী কোচ তখন সদ্য বিশ্বকাপ জিতে সরে গিয়েছেন। ফলে চাপ ছিল বিস্তর।

এই নিয়ে অকপট গম্ভীরের বক্তব্য, 'যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম, জানতাম অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আর আমার কাজ দেশকে গর্বিত করা, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কমেন্ট্রি বক্সে বসে থাকা কয়েকজন বাছাই করা বিশেষজ্ঞদের তুষ্ট করা নয়।'

২০০৭ সালের টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম কাণ্ডারী গম্ভীর। চার বছর বাদে দেশের মাটিতে টিমকে খেতাব জেতাতে বিশেষ ভূমিকা নেন তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে হাতে তুলেছিলেন ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও। সেই নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রাইজ মানি নিয়ে সমালোচকদের টার্গেট হয়ে ওঠেন। সেই প্রসঙ্গে গম্ভীরের ব্যাখ্যা, 'ওরা আমার আর্থিক পুরস্কার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। এই প্রবাসীরা দেশের টাকায় খায়, তারপর ট্যাক্স বাঁচাতে দেশের বাইরে চলে যায়।'

কোচিং নিয়ে তিনি কাদের কাছে দায়বদ্ধ সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন গম্ভীর। বলেছেন, 'আমি কোনও ছোট ক্লাব বা দলের কোচ নই। রাজনীতিতে বিশ্বাসী করি না। আমি এমন দল গড়তে চাই, যারা ভয়হীন ক্রিকেট সম্মানের সঙ্গে খেলতে চায়।'

এরপর আরও একধাপ সুর চড়িয়ে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ বলে দেন, 'ধারাভাষ্যকারদের বুঝতে হবে, ক্রিকেট কারও বাপের সম্পত্তি নয়। এটা একান্তভাবে দেশের জনগণের। এরা বিদেশে গিয়ে এনআরআই হয়। আমি দেশে থাকি, ট্যাক্স দিই।'

পরিবার বেঙ্গালুরুকে ছেড়ে যেতে পারব না : কোহলি

বেঙ্গালুরু— আইপিএল ক্রিকেটে টানা ১৮ বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলে চলেছেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। শুধু খেলে চলেছেন না, দীর্ঘদিন তিনি অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। ২০২১ সালে অধিনায়কের ব্যাটনটা বিরাট কোহলি অন্যকে তুলে দিয়েছিলেন।

এমনকি ২০২২ সালে হঠাৎই টেস্ট অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার টি-টোয়েন্টি ও একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক থাকবেন না বলে ঘোষণা করে দেন বিরাট কোহলি। কোহলি নিজেই বলেছেন, একটা সময় বেঙ্গালুরু দল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ভাবনা এসেছিল। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে দল পরিবর্তনের জন্য অনেক অনুরোধ এসেছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে আমি ভেবেছি, আমার করণীয়টা কী হবে? নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম কীভাবে সামাল দেব এই সময়টা। ভারতীয় দলকে টানা প্রায় আট বছর নেতৃত্ব দিয়েছি। স্বাভাবিকভাবে আমার উপরে ক্রিকেট ভক্তদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। সেই প্রত্যাশার কথা ভেবেই ব্যাট হাতে মাঠে নেমে বড় রান করার স্বপ্ন দেখতাম। অধিনায়ক থাকাকালীন বিতর্কের মধ্যেও পড়েছি। ব্যাটে রান এলেও কোনও কোনও সময় অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের নজর ছিল আমার প্রতি। তাই সবদিকে নজর রাখতে গিয়ে অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর সঙ্গে দীর্ঘদিন খেললেও বিরাট কোহলির হাতে এখনও পর্যন্ত আইপিএল ট্রফি শোভা পায়নি। ট্রফি না পাওয়ার কারণেই কি আপনি দল ছাড়বেন বলে ভেবেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিরাট একটু সময় নিয়ে বলেন, ভারতের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। খুশি হয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আইপিএল ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। কিন্তু বেঙ্গালুরু দলের কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছি, তা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে। আমাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাও ভাবতে হবে। দলের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে অন্যরকম। সেই কারণেই সবকিছু ভেবে বেঙ্গালুরু ছেড়ে যাওয়ার ভাবনা আমাকে কখনওই আর ভাবায়নি। এককথায় বলতে পারি, বেঙ্গালুরু আমার ঘর। আমার পরিবার। সেই পরিবার বেঙ্গালুরুকে ছেড়ে যেতে পারিনি।

বিরল রেকর্ড গড়লেন ঈশান কিষাণ!

প্লে-অফে যাওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে গত বছরের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। চেষ্টা ভরপুর থাকলেও ভাগ্য সহায় হয়নি হায়দরাবাদের। দুরন্ত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালসকে কম রানের মধ্যে আটকেও রেখেছিল। কিন্তু ব্যাট করার সুযোগই পেল না অরেঞ্জ আর্মি। প্লে-অফে যাওয়ার স্বপ্ন চুরমার করে দিল বৃষ্টি। তবে এই ম্যাচেই এক অনন্য রেকর্ড গড়ে ফেললেন হায়দরাবাদ কিপার ঈশান কিষাণ। আইপিএলের ১৭ বছরের ইতিহাসে যা কোনওদিন হয়নি।

গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই এই রেকর্ড। হায়দরাবাদের হয়ে আগের ম্যাচগুলো খেলেছেন স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে। প্রথমবার কিপারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ঈশান। আগুন ঝরানো বোলিংয়ে দিল্লির ব্যাটিং আক্রমণকে বিধ্বস্ত করে দেন প্যাট কামিন্স। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম ওভারের তিনটি ওভারেই প্রথম বলেই উইকেট তুলে নেন। ভাগআউটে ফিরিয়ে দেন করুণ নায়ার, ফু প্লেসি ও অভিষেক পোড়েলকে। প্রতিটিই কট বিহাইন্ড সেই ক্যাচ নিয়েই রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন ঈশান।

আট ওভারের মধ্যে ৫ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৩ রান করে দিল্লি। ৮ নম্বর ওভারেও জয়দেব উনাদকাটের বলে লোকেশ রাহুলের ব্যাটে লেগে ক্যাচ যায় ঈশানের কাছে। ওই ক্যাচটিও সফলতার সঙ্গে ধরেন তিনি। কিপার হিসেবে বিপক্ষের প্রথম চার ব্যাটারের ক্যাচ নিয়েই রেকর্ড গড়েছেন ঈশান। আইপিএলের এক ইনিংসে ৪ বা তার বেশি ক্যাচ নেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশান কিষাণ ২৭তম ক্রিকেটার। কিপার হিসেবে এই কীর্তিতে ১৩তম। কিন্তু যে রেকর্ড কারও নেই।

আইপিএলের ইতিহাসে একমাত্র খেলোয়াড় যিনি বিপক্ষের ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম চার ব্যাটারের ক্যাচ নিয়েছেন। এর আগে কেকেআরের হয়ে মর্নি ভ্যান উইক ও অ্যাডাম গিলক্রিস্ট প্রথম চার ব্যাটারের মধ্যে তিনজনের ক্যাচ নিয়েছিলেন। সকলকে ছাপিয়ে নতুন রেকর্ড ঈশান কিষাণের। তাঁর এই রেকর্ডের কাছাকাছি রয়েছেন, ডু প্লেসি। বিপক্ষ দলের ২,৩,৪,৫ নম্বরে আসা ব্যাটারদের ক্যাচ নিয়েছিলেন ফাফ। ভবিষ্যতেও ঈশানের এই রেকর্ড ভাঙা আপাত দৃষ্টিতে কঠিনই মনে হচ্ছে। রোজ রোজ প্রতিপক্ষের টপ ফোর ব্যাটারের ক্যাচই আসবে একজনের কাছে, এমনটা কাল-ভদ্রে ছাড়া সম্ভব নয়।

কলকাতা আমাকে পরিণত করেছে : হর্ষিত রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা নাইটরাইডার্সের হয়ে আইপিএল ক্রিকেটে অংশ নিয়ে অনেক পরিণত হয়েছি বলে দাবি করলেন দলের অন্যতম ক্রিকেটার হর্ষিত রানা। সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা বলে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, গতবছর মেন্টর হিসেবে পেয়েছিলাম গৌতম গম্ভীরকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক পরিবর্তন এসেছে আমার খেলার মধ্যে। ডিভল গ্রুপের আয়োজনে এই সাংবাদিক বৈঠকে হর্ষিত রানা ছাড়া কেকেআর দলের মায়াঙ্ক মার্কন্ডে, কুইন্টন ডি'কক ও মইন আলি উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে হর্ষিত আরও বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল বলে মাঠে নামতে হবে। আশা করছি, কলকাতা দল প্লে-অফ ম্যাচ খেলতে পারবে। কলকাতা দল এই মুহূর্তে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। সেই কারণে সামনের তিনটি ম্যাচ জিততেই হবে। এই ভাবনা নিয়েই মাঠে নামতে হবে।

হর্ষিত তাঁর ক্রিকেটীয় জীবনে পরিবর্তনটা কীভাবে এল, এই প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি বললেন, কলকাতা দলের হয়ে যদি আমি না খেলতে পারতাম, তাহলে বোলিং করার মানসিকতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ধারণাই আসত না। আবারও বলছি, গৌতম গম্ভীরের মতো একজন ভালো মেন্টরকে পেয়েছিলাম বলে আমার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। গৌতম গম্ভীরের নির্দেশ মতো আমি খেলতে পেরেছি বলে ভারতীয় দলে আমার ডাক আসে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়াটা আমার কাছে গর্বের। সেই কারণেই গত মরশুমটা কেকেআর দলে খেলা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।

পাশাপাশি, এবারে কলকাতা দলে অন্যতম সেরা দুই স্পিনার সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মইন আলি বলেন, সুনীল নারাইনের সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তী জুটি যে দলে খেলবেন, সেই দলের কাছে কোনও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এই জুটি কলকাতার হয়ে এই মরশুমে যেভাবে নজর কেড়ে নিয়েছে, তা ভাবা যায় না। দু'জনেই চেষ্টা করেন দলকে কীভাবে জয় এনে দিতে হবে। এই ভাবনাকে সার্থক রূপ দিতে তাঁরা এগিয়ে আসেন। হর্ষিত রানারা ভালো করেই জানেন বুধবার ইডেন উদ্যানে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে জিততেই হবে। কলকাতা দলের লক্ষ্য প্লে-অফ ম্যাচ খেলা।

অনূর্ধ্ব ১৪ নার্সারি ফুটবল

আইএফএ পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ নার্সারি লিগে নববারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে পরাজিত করে বরানগর ফুটবল স্পোর্টিং ক্লাবকে। খেলার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল নিউ বারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমির ছেলেরা। মাঝমাঠে দখলে রেখেছিল তারা। নিউ বারাকপুর এপিসি কলেজ মাঠে এই খেলার ১২ মিনিটের মাথায় নব বারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমির পক্ষে প্রথম গোলটি করে সুরজ গাজি। আবার ৩২ মিনিটের মাথায় সেখ সিরাজ অসাধারণ গোল করে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে রাখে। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৬ মিনিটের মাথায় সেখ সিরাজ আবার গোল করে। নব বারাকপুরের ফুটবলাররা আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে। ৫৭ মিনিটের মাথায় সুরজ গাজি দলের চতুর্থ গোলটি করে। ৯২ মিনিটের মাথায় পঞ্চম গোলটি আসে সন্দীপ পালের পা থেকে। আগামী ৮ মে নব বারাকপুরকে খেলতে হবে বেলঘরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে।

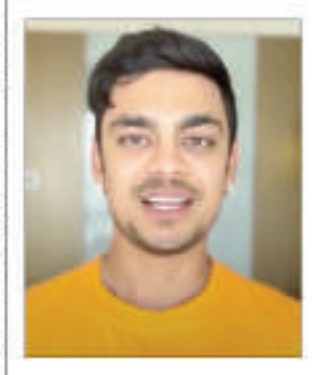

সিরাজের হিরের আংটি রেখে দিয়েছিলেন রোহিত

২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেই জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড হিরের আংটি উপহার দিয়েছিল ক্রিকেটারদের। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন না মহম্মদ সিরাজ। তাই তাঁর হাতে আংটি তুলে দিতে পারেনি বোর্ড। আইপিএলের মাঝে সিরাজ সেই উপহার পেলেন রোহিত শর্মার হাত থেকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সিরাজ। রোহিত বলেন, "এটা সিরাজের জন্য। ও অনুষ্ঠানে যেতে পারেনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বড় ভূমিকা নিয়েছিল ও। সিরাজের হাতে এই উপহার তুলে দিতে পেরে আমি গর্বিত।" রোহিতের হাত থেকে আংটি পেয়ে উচ্ছ্বসিত সিরাজও। তিনি সেই আংটি পরে ছবি তোলেন। এ বছরের আইপিএলে সিরাজ শুরু থেকেই ফর্মে রয়েছেন। ১০ ম্যাচে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। রোহিতের শুরুটা ভাল না হলেও এখন তিনিও ফর্মে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ওপেন করতে নেমে নিয়মিত রান করছেন। ১০ ম্যাচে ২৯৩ রান করে ফেলেছেন রোহিত। মঙ্গলবার ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের মুখোমুখি গুজরাত। আইপিএলে সিরাজ খেলেন গুজরাতের হয়ে। সেই ম্যাচের আগে রোহিত এবং সিরাজের সাক্ষাৎ হয়। সেখানেই সিরাজের হাতে আংটি তুলে দেন রোহিত।

কন্যাশ্রী কাপ

আইএফএ পরিচালিত মহিলাদের কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার দারুন জয় পেল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় তুলে নিল। খেলার শুরু থেকেই কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলাররা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে খেলতে থাকেন। বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করলেও, প্রমীলা দাস ও মঞ্জুলা মুর্মুর গোলে এগিয়ে যায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স। ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে থেকেও গোল পরিশোধ করতে পারেনি।

মাহিকে নিশানা গাভাসকরের

কখনও বিরাট কোহলি, কখনও ঋষভ পন্থ, কখনও গৌতম গম্ভীর। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রায় সব রথী-মহারথীকে নিশানা করে ফেলেছেন সুনীল গাভাসকর। এবার তাঁর নিশানায় মহেন্দ্র সিং ধোনি। গাভাসকর ঘুরিয়ে দাবি করলেন, ধোনির জন্যই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিগড়ে যাচ্ছে।

আসলে চলতি আইপিএলে নয়া নিয়ম করেছে বিসিসিআই। যে সব ক্রিকেটার ৫ বছরের বেশি সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি, তাঁদের আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে ধরা হবে। আর আনক্যাপড ক্রিকেটারদের রিটেন করতে হলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে খরচ করতে হবে ৪ কোটি টাকা। গাভাসকরের দাবি, ধোনির জন্যই আনক্যাপড ক্রিকেটারদের রিটেন করার খরচ এতটা বাড়িয়েছে বিসিসিআই। আর এই কোটি কোটি টাকার লোভই বিগড়ে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

গাভাসকরের ব্যাখ্যা, "গত নিলামে ধোনিকে আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে রিটেন করেছে চেন্নাই। আসলে ধোনির জন্যই আনক্যাপডদের রিটেন করার খরচ বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। তার ফলে অনেক তরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পেয়েছে। এতে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।" কিংবদন্তি ওপেনার বলছেন, "এখন অনেক ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে। এতে ওদের রান করার খিদে বা খেলার সদিচ্ছা দুটোই কমে যাচ্ছে। ওরা সফল হচ্ছে কিনা, সেদিকে নজর থাকছে না। সবাই শুধুই টাকার পিছনে ছুটছে।"

কিংবদন্তি ওপেনার মনে করছেন, বিসিসিআইয়ের উচিত আনক্যাপড ক্রিকেটারদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। তাতে তাঁদের পারফরম্যান্সে ফোকাস বেশি থাকবে। গাভাসকর বলছেন, "অনেক টাকায় বিক্রি হওয়া ঘরোয়া ক্রিকেটার ভালো খেলছে, এমন সচরাচর হয় না। ভালো খেলতে না পারায় ওদের উপর আবার চাপ তৈরি হচ্ছে। তাতে শেষে ভারতীয় ক্রিকেটেরই ক্ষতি হচ্ছে। এটা বোর্ডের ভাবা উচিত।" এসবের নেপথ্যেই তিনি ঘুরিয়ে ধোনিকে দায়ী করছেন, কারণ ধোনির জন্যই আনক্যাপড ক্রিকেটারদের টাকা বেড়েছে।

প্রীতিকার হাতে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ভারতের

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ৫০০ রানের নজির গড়েছেন প্রীতিকা রাওয়াল। তাও আবার মাত্র ৮ ম্যাচেই। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে মাত্র ছয়মাস আগে। এখনও পর্যন্ত ভারতের জার্সি গায়ে আটটি ম্যাচ খেলে একটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান করে ফেলেছেন তিনি। ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক শার্লট এডওয়ার্ডসের দ্রুততম ৫০০ রানের রেকর্ডও। বর্তমানে, পুরুষ-মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০০ রানের মালিক এখন তিনি। আর এবার সেই প্রীতিকার হাত ধরে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত। দেশের মাটিতে শুরু হতে চলেছে মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ। তার আগে হরিয়ানার ২৪ বছরের এই তরুণীর ব্যাট কিন্তু নিঃসন্দেহে ভরসা দেবে ভারতীয় দলকে। ইতিমধ্যেই ওপেনার প্রীতিকা রাওয়াল বিশেষ নজর কেড়েছেন। ফলে, একদিনের বিশ্বকাপে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেনিং-এ তার জায়গা একপ্রকার নিশ্চিত। সদ্য সমাপ্ত ত্রিদেশীয় সিরিজেও ভরসা জুগিয়েছে তার চওড়া ব্যাট।

পর্তুগালের জাতীয় দলে ডাক পেল ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র

এই না হলে বাপের বেটা! বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পর্তুগালের জাতীয় দলে ঢুকে পড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বড় ছেলে। আসন্ন ভ্লাটকো মার্কোভিচ টুর্নামেন্টের জন্য পর্তুগাল যে অনূর্ধ্ব-১৫ দল ঘোষণা করেছে তাতে নাম রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো দস সান্তোস জুনিয়রের। এই প্রথমবার পর্তুগালের কোনও বয়সভিত্তিক দলে খেলার সুযোগ পেল সে।

বাবার নাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার চাপ থাকে। প্রতি মুহূর্তে তুলনা করা হয় সফল বাবার সঙ্গে। তাই তারকা সন্তানরা অভিভাবকদের পথ অনেক সময় অনুসরণ করতে চান না। কিন্তু রোনাল্ডোর বড় ছেলে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সে ছোটবেলা থেকেই ফুটবল ভালোবাসে। বাবার মতোই সফল ফুটবলার হতে চায়।

অতীতে বাবা যে যে ক্লাবে খেলেছেন, জুনিয়রও সেই সেই ক্লাবেই খেলে এসেছে। রোনাল্ডো রিয়ালে থাকাকালীন রিয়ালের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয় তাঁর ছেলে। পরে সেখান থেকে জুভেন্তাস, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড হয়ে বাবার মতো জুনিয়রও এখন খেলছে আল-নাসেরে। বাবার মতোই গোল করতে পছন্দ করে সে। আল-নাসেরের হয়ে বেশ নজরকাড়া পারফরম্যান্সও দেখিয়েছে রোনাল্ডো দস সান্তোস জুনিয়র। সেই পারফরম্যান্সের সুবাদেই পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলে ডাক পেল সে। ১৩-১৮ মে ক্রোয়েশিয়ায় রয়েছে ভ্লাটকো মার্কোভিচ যুব টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে পর্তুগাল খেলবে জাপান, গ্রিস এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই টুর্নামেন্টেই পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে খেলবে রোনাল্ডোর বড় ছেলে। আপাতত তার বয়স ১৪। মাঝে একবার শোনা যাচ্ছিল, পর্তুগালের হয়ে না খেলে স্পেনের হয়ে খেলবে জুনিয়র। কিন্তু পর্তুগাল তাকে দলে ডাকায় সেই জল্পনায় আপাতত ছেদ পড়ল।

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,— RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405